SRIVATSA-CHARITA

A Bengali Drama in Eight Acts.

BY

ÁLOKANÁTH NYAYABHÚSHANA,

Late Senior Scholar and Head Pandit, Calcutta Government Sanskrit College.

শ্রীবৎস-চরিত

নাটক।

কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের উন্নতবৃত্তিমচ্ছাত্রচর

ও ভূতপূর্ব্ব প্রধান ব্যাকরণাধ্যাপক

শ্রীআলোকনাথ ন্যায়ভূষণ

প্রণীত।

নবভাজনসংলগ্নং চিহ্নং যন্নাপগচ্ছতি।
সুকুমারমতীনাং তৎ নাটকে নীতিরুচ্যতে ॥

কলিকাতা

আহীরীটোলা ষ্ট্রীট্ ১৪০।৭ এবং ১৪০।৭।১ নং ভবন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

খৃঃ অব্দ ১৯১৩ সালের ১৫ই মে প্রকাশিত।

৫ নং নন্দকুমার চৌধুরীর সেকেণ্ড লেন সংস্কৃতযন্ত্রে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২০ সাল।

Price 5 Annas. [All rights reserved.] মূল্য ।/০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

এইরূপ কিম্বদন্তী বা জনশ্রুতি আছে :—'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই জগতে।' এই পরম্পরাগত বাক্য অমূলক কল্পনা, উন্মত্ত-প্রলাপ বা অতিরঞ্জিত উক্তি নহে; কিন্তু বড় পাকা কথা—সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত সমীচীন সার বচন—যাহার অস্থি মজ্জা সকলই সত্য। পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় দেশ অপেক্ষা বহু বিষয়ে ভারতের বৈচিত্র্য বা বৈলক্ষণ্য থাকাতেই এই চির প্রচলিত প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। সে বৈচিত্র্য এই :—

প্রথমতঃ। ভারত রত্নখনি—লক্ষ্মীর চিরন্তন প্রিয় নিকেতন। সচরাচর অন্যান্য জাতিকে স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের নিমিত্ত বহিরঙ্গ বা বাণিজ্যাদি বিবিধ বাহ্য উপায়ের উপরে নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু পর্য্যাপ্ত শস্যাভরণা সন্তান-পালিনী ভারত-মাতার স্নেহময় বক্ষে লালিত প্রাচ্য আর্য্যগণকে কখনই অর্থা-গমের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না; ক্যাননা তদীয় সম্পত্তি-সাধন অন্তরঙ্গ বা জন্মভূমির অভ্যন্তরেই লীন। ভগবদ্দত্ত ভূমির উর্ব্বরতাগুণে স্বল্প পরিশ্রমেই প্রচুর শস্য ও খনিজ দ্রব্য উৎপন্ন হওয়াতে মিতাচারী পিতৃগণের গ্রাসাচ্ছাদনাদির জন্য দুশ্চিন্তা ছিলনা। তাঁহারা ঐহিক সুখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একাগ্র-চিত্তে জ্ঞানার্জ্জন ও ধর্ম্মসঞ্চয় পূর্ব্বক জগতীতলে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন পুরঃসর আর্য্যনামকে যে শ্লাঘ্য ও গৌরবান্বিত করিয়া গেছেন, তাঁহাদের সহিষ্ণুতা ও অন্তর্দৃষ্টি-সত্তাই তাহার অদ্বিতীয় কারণ।

দ্বিতীয়তঃ। ভারত চিরকাল নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। অন্যান্য জাতি বিদেশবাসীদিগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া, হয় আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের ন্যায় অ্যাক কালে ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, না হয় আপনাদিগের জাতি, ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি সমস্ত নিজস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈদেশিকগণের সহিত বর্ণসঙ্করতা প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ উভয় জাতি মিশিয়া অ্যাক জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কিন্তু ভারত-বাসী মধ্যে মধ্যে নানা বিজাতীয় ঘোর নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও আবহমানকাল স্বধর্ম্ম এবং স্বীয় আচার ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিজ বৈশিষ্ট্য বা বৈলক্ষণ্য বজায় রাখিয়াছে।

তৃতীয়তঃ। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিকৃতি স্বরূপা ভারত ভূমি প্রকৃতি-সুন্দরীর অভিমত বিহারোদ্যান। অপরাপর প্রায় সমুদায় দেশ বিশ্বানুগ অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মে বদ্ধ; কিন্তু ভারত বিশ্বাতিগ অর্থাৎ তাদৃশ কোনও প্রকার সাধারণ নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে। অন্যান্য দেশোৎপন্ন প্রায় সমস্ত দ্রব্য ভারতে সুলভ; কিন্তু ভারতজাত অনেক বস্তু দেশান্তরে প্রায় অ্যাককালেই দুষ্প্রাপ্য। ইহার কারণ এই যে, অধিকাংশ দেশই হয় শীতপ্রধান না হয় গ্রীষ্মপ্রধান; সুতরাং জলবায়ুর বিভিন্নতা নিবন্ধন উৎপন্ন দ্রব্যও ভিন্ন দেশে ভিন্ন প্রকার। কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ ভারতে শীত গ্রীষ্মাদি ষড়্ঋতুই সমঞ্জস-ভাবে সম্বৎসর ধরিয়া পর্য্যায়ক্রমে বিরাজ করাতে ক্রমশঃ সর্ব্ববিধ দ্রব্যই উৎপন্ন হয়। আবার ভারতের আয়তন বা ভূমির পরিমাণ সুদীর্ঘ বলিয়া ইহার কোনও ভাগ উষ্ণ কটি-বন্ধের অন্তর্গত; কিয়দংশ বা শীত কটিবন্ধের মধ্যবর্ত্তী; সুতরাং

শৈত্য ও উষ্ণতার তারতম্য বা ন্যূনাধিক্য অনুসারে আনুষঙ্গিক ফল এইরূপ ঘটে যে, যৎকালে ভারতের একত্র শীতপ্রধান দেশের সামগ্রী জন্মে, অন্যত্র গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বস্তু উৎপন্ন হয়।

চতুর্থতঃ। ভারত ভূমি বাগ্দেবীর আদ্য লীলাস্থলী। পৃথিবীস্থ নিখিল ভূধর অপেক্ষা সমুন্নত বলিয়া গিরিরাজ এই অন্বর্থ নামে খ্যাত যে হিমাচল সমস্ত উদীচ্য ভারত সীমা ব্যাপিয়া বিরাট পুরুষের ন্যায় চির বিরাজমান; একদা তাহার অভ্রভেদী শৃঙ্গে ত্রিকালদর্শী, শম-দম-দয়ানিধান, পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ, আর্য্য ঋষিগণ সমবেত হইয়া সুললিত সামগান, ব্রহ্মনিরূপণ, ধর্ম্মবিধি-প্রণয়ন, তত্ত্ববিভাগ, হরিগুণ গান এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভগবদ্ভক্তির সমালোচনা করিতেন। গার্গী, বিশ্ববারা প্রভৃতি দেবরূপিণী কত ব্রহ্মবাদিনী বিদুষী ললনা প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা ও সরলতাপূর্ণ সেই পুণ্য ঋষিগোষ্ঠীতে যোগদান করিতেন। সে বহুকালের কথা। তখন এ বিশ্বের অতি শৈশবাবস্থা। সভ্যতা-সূর্য্যের কেবল ক্ষীণ রশ্মি মিসরদেশ এবং শৈলরাজ হিমাদ্রির উত্তুঙ্গ শিখরকে অভিনব রাগে রঞ্জিত করিতে সূত্রপাত করিয়াছে। ইদানীন্তন সুসভ্য ইয়ুরোপ মহাদেশ তখন ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন। সেই সমস্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ, আত্মতত্ত্ববিৎ মহর্ষিগণের বহুকাল সাধিত তপোলব্ধ অমৃতময়ী উপদেশাবলী বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু-সম্প্রদায়ের মহাশ্রদ্ধা ও ভক্তির সামগ্রী। মন্বাদি মহারথগণের নীতি-বৈজয়ন্তীর তলে স্থানলাভ করিতে পারিলে তবে এই অধঃপতিত হিন্দুজাতির সমুন্নতির আশা। ক্যাননা জ্ঞানাবতার সেই সকল পুণ্যাত্মা লোকহিতার্থ আর্ষ চক্ষু দ্বারা পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক শাস্ত্রপ্রণয়ন করিতেন। ইহলোকের প্রতি তাঁহাদের সম্পূর্ণ অনাস্থা

ছিল। নিঃস্বার্থ পরোপকরণ, ধর্ম্মসঞ্চয় এবং মুক্তিসাধন তাঁহাদের জীবন-পথের ধ্রুবতারা ছিল। তাঁহারা ধর্ম্মোদ্দেশে আত্মবঞ্চনপূর্ব্বক কঠোর ব্রতোপবাসাদি দ্বারা শরীর-নিগ্রহ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না; তবে আদ্য ধর্ম্মসাধন বলিয়াই কেবল দেহ রক্ষা করিতেন। ধর্ম্মপ্রাণ যে ভারত একদা জ্ঞানগুরু বলিয়া সর্ব্বত্র প্রথিত ছিল, আজি তথায় ধর্ম্মানুষ্ঠান বা জ্ঞানানুশীলন নাই বলিলেই হয়। দেব-প্রকৃতিক ঋষিবংশধরগণের সুকুমার হৃদয়ক্ষেত্রে প্রকৃতির অনুরূপ শিক্ষা না দিলে বিপরীত ফলেরই উৎপত্তি ঘটিবে। বস্তুতঃ সন্তান-গণের পৈতৃক কার্য্যের দিকেই প্রবণতা অধিক এবং তাহাতেই দক্ষতা লাভের সমধিক সম্ভাবনা। সম্ভবতঃ তাই আজি শ্রীরামচন্দ্র, ভীষ্মদেব ও ভীমসিংহের জন্মভূমিতে পিতৃভক্তি নাই, ভরত ও লক্ষ্মণের দেশে সৌভ্রাত্র নাই, আরুণির দেশে গুরুভক্তি নাই, শিবির দেশে সত্যবাদিতা ও আশ্রিতপালন নাই, কর্ণের দেশে বদান্যতা নাই, শ্রীকৃষ্ণের দেশে বিনয় নাই, যুধিষ্ঠিরের দেশে ক্ষমা নাই, শক্তসিংহের দেশে গুণানুরাগ ও সত্য কথন নাই; অধিক কি বলিব যে পুণ্যভূমিতে 'জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষা গরীয়সী' অ্যাক দিন জলদগম্ভীর স্বরে এই পবিত্র গাথা উদ্গীত হইয়াছিল, আজি হায়! ভাগ্য দোষে সেই ধর্ম্মক্ষেত্রে মাতৃভক্তি ও স্বদেশানুরাগের একান্ত ও অত্যন্তাভাব!!! আমি বিদেশীয় শিক্ষার পক্ষপাতী বৈ বিরোধী নই, তবে জাতীয় শিক্ষা আদৌ হয় না ইহাই যার-পর-নাই মর্ম্মপীড়াদায়ক।

পঞ্চমতঃ। সরস্বতীর কেলিকুঞ্জ আজি নিস্তব্ধ ও নিষ্প্রভ হইলেও এবং তদীয় পদসেবাব্রত বৈতালিক বা বরপুত্রগণ অধুনা অ্যাকে অ্যাকে তিরোহিত হইলেও দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাল্মীকি ও

বেদব্যাস কবিতা-উদ্যানে রামায়ণ ও মহাভারতাভিধ যে দুইটী কল্পপাদপ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, সে অমর মহাতরুদ্বয় আপ্রলয় এ বিশ্ব-মরুস্থলীকে পবিত্র মকরন্দনিষ্যন্দে অভিষিক্ত করিবে এবং অবনতির নিম্নতম স্তরে নিপতিত বর্ত্তমান ভারত একদা যে, সুসভ্য ও জগতের জ্ঞানগুরু ছিল, অনন্তকালের জন্য তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়স্থল হইবে। জগতে যে সমস্ত পদার্থ অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত; এই দুই উপাদেয় মহাকাব্য ঠিক্ তাহাই। ইহাদিগকে অনন্ত রত্নাকর বা অক্ষয় জ্ঞান-ভাণ্ডার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইতিহাস, উপন্যাস, নীতিগর্ভ উপদেশ, ধর্ম্মার্থ-বিবৃতি, এ্যাক কথায় শিক্ষিত পদবাচ্য হইতে যে সমুদায় বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়, তৎসমূহই এই উভয় গ্রন্থে বিশেষতঃ সুবৃহৎ মহাভারতে সন্নিবেশিত আছে। ভগবান্ বেদব্যাস নিজগ্রন্থে কোনও জ্ঞাতব্য বিষয়ই অনালোড়িত রাখেন নাই। সুতরাং মহাভারতকে কথা বা পৌরাণিক ইতিহাস বলিলে অসঙ্গতি দোষে দূষিত হইতে হয় না।

ফলতঃ ভারতের সকলই অদ্ভুত। কি রাখিয়া কিসের যে সমধিক প্রশংসা করিব তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। যেম্নি কাব্য, তেম্নি কবি, আবার যে মহাপুরুষের সুচরিত অবলম্বনে কবিগুরু বাগ্দেবীকে বরণ করিয়াছেন, সেই বস্তু বা কাব্যের নায়ক ঠিক্ তদনুরূপ. অর্থাৎ রামায়ণ, রত্নাকর ও শ্রীরামচন্দ্র অলোকসামান্য এই রত্নত্রিতয়ই স্ব স্ব প্রধান। কবিগুরু রত্নাকরই এ্যাক বিশ্বোজ্জ্বল মহাকাব্য! তদীয় চরিত্র চিত্রণ দ্বারা বিধাতা ইহাই প্রতিপন্ন করিলেন, ভগবৎকৃপায় সকলই সম্ভবে—পাষাণেরও অশ্রু ঝরে, বজ্রের হৃদয়ও দলিত হয়,—ভীষণ নরক ও স্বর্গে

পরিণত হইতে পারে। দ্বিতীয় কবির ছবি অঙ্কিত করিয়া ধাতা ইহাই সপ্রমাণ করিলেন,ভগবৎপ্রসাদে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা লাভ করিয়া লোকে অনায়াসে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। ব্যাসের রচনা বলিয়া যাহা প্রচলিত, তাহার অধিকাংশই তদীয় শিষ্য উপশিষ্যের লেখা—যাঁহারা এরূপ প্রতিবাদ করেন, তাঁহারা প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক গ্রোট বা সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস-রচয়িতা ওয়াণ্টার স্কটের লেখার সমষ্টি দেখিবেন ; যোগবলের তো কথাই নাই।

স্বপ্নকল্পিত স্বর্গরাজ্যপ্রায় ভারতের সে অভ্যুদয়কাল ফুরা'য়েছে, সে আনন্দোৎস শুকা'য়েছে, সে চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়াছে, সেই সকল জ্ঞানাবতার সাধুসমিতির শুভাধিবেশন বন্ধ হইয়াছে, সাধুসঙ্ঘ ও আপনাদিগের পুণ্যার্জ্জিত নিত্যধামে বিশ্রাম করিতেছেন। পুষ্পাভরণভূষিতা শেফালিকা বা মাধবী লতা যথা হেমন্ত সমাগমে শ্রীভ্রষ্ট ও সৌরভহীন হইয়া শোচা দশা প্রাপ্ত হয়, কৃষ্ণশূন্য বৃন্দারণ্যের ন্যায় ঋষিপরিষদ্বিহীন হিমাদ্রির ও ইদানীং ঠিক্ তাদৃশ দীনহীন অবস্থা। একদা সদানন্দমূর্ত্তি সাধুবৃন্দের পুণ্য পদরজঃ পূত যে প্রশস্ত অধিত্যকায় সজ্জন-সমাগম-জনিত সুখ ও মহোৎসব ধরিত না, অধুনা তথায় মনুষ্যের গমাগম নাই। নিরন্তর তাহার উপর দিয়া ঝটিকাচ্ছলে হিমাদ্রির শোকক্ষোভজ সুদীর্ঘ নিশ্বাস বায়ু বহিতেছে, নির্ঝর-ঝঙ্কৃতিব্যাজে অত্যুচ্চ আর্ত্তনাদ কর্ণজ্বর উৎপাদন করিতেছে, গঙ্গা ও যমুনারূপে অজস্র দুই প্রবল অশ্রুধারা খরবেগে সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে, স্বয়ং নগেন্দ্র ও অভ্রংলিহ শৃঙ্গে গগনপ্রাঙ্গণ বিদীর্ণ করিয়া সেই পুণ্যাত্মগণের অন্বেষণার্থ ত্রিদিবসদনে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এ দিকে অধন্য আমরা সেই সকল পুণ্যশ্লোক পিতৃ-

গণের পুণ্যচরণচ্যুত হইয়া কত যুগযুগান্তর কালস্রোতে ভাসিয়া সুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। মৃত্যু সেই সমস্ত অপার্থিব রত্নজাত হরণ করিলেও তাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্র সমূহে যে সার্ব্বজনীন অকপট প্রেম, বিনীত সরলভাব, অটল অধ্যবসায়, অবিচলিত ধর্ম্মানুরাগ ও প্রাণগত ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া, মায়া, স্নেহ, অনুরাগ প্রভৃতি হৃদয়ের সদ্বৃত্তি নিচয় স্বর্ণাক্ষরে উদ্ভাসিত আছে, সেই-গুলিই আমাদের নিকটে তাঁহাদিগকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে। যুগযুগান্তর ব্যবধান থাকিলেও মনে হয় যান শয়নে স্বপনে সেই প্রাক্তন দৃশ্য মানস-নয়নসমীপে ঘুরিয়া ব্যাড়াইতেছে। পাপে তাপে সুখে দুঃখে অদ্যাপি সেই হৃদয়োন্মাদকারী প্রাণস্পর্শী দৃশ্য চিত্তকে সরস ও সতেজ করে। সে মোহন চিন্তার উদয়ে প্রাণ কত ভাবে বিভোর হয়, মন কত দিকে ধাবিত হয়, তাহা কি বাক্যে ব্যক্ত করা যায়? অ্যাখনও ইচ্ছা হয় অ্যাকবার প্রাণ ভরিয়া সেই মৃত সঞ্জীবনী ছবি নিরীক্ষণ করিয়া সংসারচিতানলে দগ্ধপ্রায় হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চনপূর্ব্বক তাপিত প্রাণ শীতল করি।

সংসারের ধূলিধূসরিত অপবিত্র হস্তে প্রত্যগ্র অনাঘ্রাত স্বর্গীয় প্রসূনচয়নে ধৃষ্টতা প্রকাশ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, মদীয় ঔদ্ধত্যসত্ত্বেও সাধুচরিত্র-মহিমা পাঠকবর্গের কল্যাণ সাধন করিবে। নতুবা মাদৃশ কদাচার ব্যক্তি নাম গ্রহণ করিলেও যে সেই সকল মহাত্মার পাপ স্পর্শ হইবার সম্ভাবনা, ইহা বিলক্ষণ অবগত আছি।

এক্ষণে অবান্তর বিষয় রাখিয়া প্রকৃত প্রস্তাব এই,—ইয়ুরোপে, ইলিয়ড, ইনিয়ড প্রভৃতি পুরাতন মহাকাব্য পাঠ না করিলে কোনও বালক শিক্ষিত বলিয়া গণ্য হয় না; কিন্তু কি দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে ঈদৃশ উপাদেয় পৈতৃক মহাকাব্য

গৃহে থাকিতে অন্ততঃ ইহাদের কিয়দংশও অস্মদ্দেশীয় বালক বালিকাগণের পাঠার্থ ব্যবহৃত হয় না। মূল রামায়ণ ও মহাভারত নব্যগণের দুরবগম্য এবং রত্নাকর হইতে রত্ন সঙ্কলন করাও সুদুষ্কর এই সাত পাঁচ ভাবিয়া যাহাতে যুগপৎ প্রাঞ্জল, নীতিগর্ভ, ধর্ম্মার্থসংহিত, মনোরঞ্জন ও কৌতুকাবহ পাঠ হওয়াতে সুকুমারমতি বালকবালিকাগণের স্বেচ্ছাক্রমে শ্রবণ পঠনে প্রবৃত্তি জন্মে, অথচ নাট্যমন্দিরে অভিনীত হইলেও সুরুচিসম্পন্ন দর্শকমণ্ডলীর রুচি ভঙ্গ না হয় এই উভয় পক্ষেই সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, রামায়ণ ও মহাভারতকে আদর্শ করিয়া আমি সরলভাষায় নাটকাকারে কতিপয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। প্রথমতঃ বর্ত্তমান গ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কিত করিলাম। যদি ভগবৎ কৃপায় ইহা দ্বারা দেশের অণুমাত্র উপকার দর্শে, তাহা হইলে ক্রমশঃ অন্যান্যগুলিও প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। পুস্তকের মূল্য অতিরিক্ত হইলে পাছে অনেকে ক্রয় করিতে অপারগ হন এই আশঙ্কায় অধিক লাভের প্রয়াসী হই নাই। এক্ষণে উদারমতি সাধুগণ যদি ইহার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করেন তবেই মদীয় শ্রম সফল ও আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করি অলমতি বিস্তরেণ। ইতি তাং ১৫ই মে ১৯১৩।

কলিকাতা।
আহীরীটোলা ষ্ট্রীট,
১৪০।৭ ও ১৪০।৭।১ নং বাটী।

শ্রীআলোকনাথ শর্ম্মা।

পরিভাষা।

নাটক,—দৃশ্যকাব্য, অভিনয়গ্রন্থ। প্রসিদ্ধ নায়ক নায়িকা-বিষয়ক প্রবন্ধ। নাটকে পাঁচের অধিক অথচ দশের অনধিক অঙ্ক বা পরিচ্ছেদ থাকা আবশ্যক।

নান্দী,—নাটকাদির প্রারম্ভে বিহিত মঙ্গলাচরণ।

সূত্রধার,—রঙ্গভূমিতে নাট্য প্রস্তাবক প্রধান নট।

আমুখ বা প্রস্তাবনা,—সূত্রধারের অভিনয়ারম্ভক প্রস্তাব।

স্বগত, আত্মগত বা মনোগত,—নাট্যে আলপনীয় ব্যক্তি ভিন্ন দর্শকের শ্রবণ-যোগ্য বাক্য।

কঞ্চুকী,—অন্তঃপুরচারী, বৃদ্ধ, কার্য্যকুশল, গুণবান্ বিপ্র।

বিদূষক,—নায়কের নর্ম্মসচিব, ক্রীড়াসহচর। ভাঁড় ইতি ভাষা। কুসুমবসন্তাদ্যভিধ, কর্ম্মদেহ বেশভূষাদি দ্বারা হাস্যকর, কলহপ্রিয়, ভোজন পটু ব্রাহ্মণ।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫	২	সম্ভুত	সম্ভূত
		সুত	সূত
৪৮	৫	অস্তগমনোন্মূথ	অস্তগমনোন্মুখ
	৮	অবন্বন.	অবলম্বন
৬২	১৯	দময়ন্তীর	কলি বা দময়ন্তীর
৬৪	২	সচ্ছন্দে	স্বচ্ছন্দে
৭১	১১	এবম্বিদ্ধ	এবম্বিধ
৭৪	৩	হানীতে	হানাতে
১০২	৫	বৎস	বৎসে

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীবৎস,—প্রাগ্দেশ বা পূর্ব্ব রাজ্যের চন্দ্রবংশীয় রাজা।

চিন্তা,—কামরূপেশ্বর চিত্রসেনের কন্যা, শ্রীবৎস-মহিষী।

বেত্রবতী,—প্রতিহারী, দ্বারপাল বা দ্বারপালিকা।

বসুভূতি,—কঞ্চুকী। অন্তঃপুরের বৃদ্ধ বা নপুংসক রক্ষক।

যোগন্ধরায়ণ,—প্রধান মন্ত্রী।

বসন্ত,—বিদূষক। নর্ম্ম-সহচর। ভাঁড় ইতি ভাষা।

লক্ষপতি,—শনির মায়ায় তীরে রুদ্ধ-নৌক বিপন্ন বণিক্।

রম্ভাবতী,—সৌতিপুরের মালিনী বা উদ্যান-পালিকা।

বাহু,—সৌতিপুরের অধিপতি।

ভদ্রা বা ভদ্রাবতী,—বাহুর কন্যা, শ্রীবৎসের দ্বিতীয় রাজ্ঞী।

গণাধিপ—উৎসব সঙ্কেতাদি নানা পার্ব্বতীয় জাতির রাজা।

লক্ষ্মী, শনি, পারিষদ, নাবিক, কাঠুরিয়া, কামধেনু, চিদানন্দনামক বনে যাইবার পথ-প্রদর্শক কপোত প্রভৃতি।

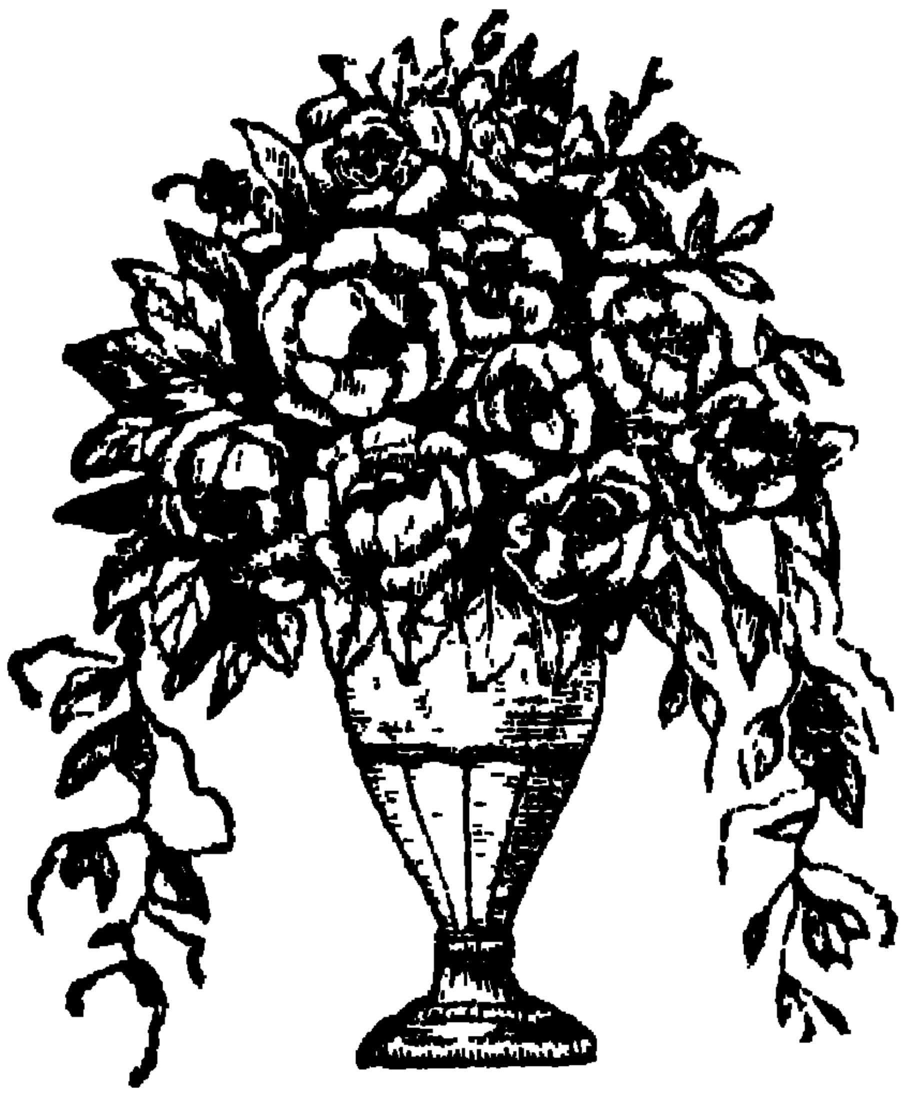

শ্রীবৎস-চরিত

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

নান্দী।

রাগিণী গাড়া ভৈরবী—তাল একতালা।

নিত্যধন সাধনে কর প্রাণ পণ।
যে পরম ধন, দেহের পতন সঙ্গে নাহি পায় নিধন।
বহু পুণ্যফলে, যা' সঞ্চিত হ'লে, কীর্ত্তিদেহে র'বে জীবিত ভূতলে ;
ষ্যান ধন লভিতে, অনুক্ষণ চিতে, থাকে ধ্যান আকিঞ্চন।
কি হ'বে সে ধন, প্রাণান্তে যে ধন সঙ্গে তব নাহি করিবে গমন ;
জলবিম্ব প্রায়, ক্ষণে যা' মিলায়,—অলীক নিশার স্বপন।

সংসার-কারাতে, দুঃখ-কশাঘাতে, নরহৃদে হয় জ্ঞানোদয় যা'তে ;
বিশ্বে তাই অনেকে, সুখোৎসঙ্গে থেকে', করে দুঃখ সংবেদন।
ভাবুক-রতন, দুঃখের তাড়ন তৃণপ্রায় গণি' অবসন্ন না হন ;
প্রেমের শাসন, কৃপা-নিদর্শন, স্মরেন ধীর ঐশ পীড়ন।
কত পুণ্যশ্লোক, ভুঞ্জি' দুঃখশোক, স্বর্গত হ'লেন ত্যজি' নরলোক ;
প্রাতঃস্মরণীয়, চির-বরণীয়, মানবকুলভূষণ।
সবিনয়ে তাই, বলি সবে ভাই ! যখন যে দশায় পড়িবে সদাই ;
প্রকৃতিস্থ র'বে, মনে ইহা ভেবে', মঙ্গলনিলয় নিরঞ্জন।
যে বিভু বিহনে, জীবনে মরণে, আশ্রয়ের স্থল নাই ত্রিভুবনে ;
সে করুণাসিন্ধু, করুন দীনবন্ধু, কৃপাবিন্দু বরিষণ।

(নান্দীর অবসানে।)

সূত্রধার। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকনানন্তর সহাস্য মুখে) আজি আমার কি সৌভাগ্য ! নানা দিগ্দেশ হইতে সমাগত অসংখ্য সৎকুলোদ্ভব কৃতবিদ্য যুবক সমগ্র সভামণ্ডপ উজ্জ্বল করিয়া নাটকাভিনয় দর্শনার্থ এই ক্ষুদ্র ন-গণ্য ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে উপবিষ্ট রহিয়াছেন ! গুণপক্ষপাতী সাধুগণ এ অভাজনের প্রতি এতাদৃশ অনুগ্রহ প্রদর্শন করাতে আমি আপনাকে প্রকৃতপক্ষে গুণগরিমান্বিত বোধ করিতেছি। ফলতঃ বিদ্বন্মণ্ডলীর সমাদর-ভাজন

হইলে সচরাচর নিতান্ত নির্গুণ ব্যক্তিরও চিত্তে যে নিজ গুণবত্তা সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মে, ইহা স্বভাবসিদ্ধ। তা' এক্ষণে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? শীঘ্র গৃহিণীকে আহ্বান পূর্ব্বক নাট্যারম্ভ করা যা'ক্। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) এই তো আমাদের বাসগৃহ। না জানি গৃহিণী অধুনা কি সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃতা আছেন। সে যাহা হউক, তাঁহাকে আহ্বান করি। (উচ্চৈঃস্বরে) আর্য্যে! অ্যাকবার এদিকে আসুন। অধুনা আমি কার্য্যানুরোধে শ্রীবৎসের সমসাময়িক অথবা তুল্যকালীন হইলাম।

নটী। (প্রবেশ করিয়া) আর্য্যপুত্র! এই আমি উপস্থিত। কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে অনুমতি করুন।

সূত্রধার। আর্য্যে! অদ্য কতিপয় জ্ঞানবান্ সম্ভ্রান্ত ও সদাশয় যুবক পুরোবর্ত্তী সভাসীন সুধীবৃন্দের মনোরঞ্জনার্থ বহুমানপুরঃসর আমাকে নিরতিশয় আগ্রহ সহকারে শ্রীবৎসচরিত নামক নাটক অভিনয় করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ উপরোধ রক্ষা করিতেই হইবে;

ইহা অপরিহরণীয়। অতএব আর্য্যাকে আমার সহায়তা করিতে হইবে।

নটী। আর্য্যপুত্রের নিদেশ পালনার্থ আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। ভাল, এ নাটকের প্রণেতা কে?

সূত্রধার। আর্য্যে! এই কলিকাতা রাজধানীর অন্তর্গত আহীরীটোলা নামক পল্লীর অধিবাসী ন্যায়ভূষণোপাধিক শ্রীআলোকনাথ ভট্টাচার্য্য নামক অ্যাকজন নবীন কবি অথবা নূতন নাটক-রচয়িতা। তিনি বয়সে প্রবীণ হইলেও এবং অন্যান্য কবিতা লিখিলেও নাটক রচনায় এই প্রথম ব্রতী। এই নিমিত্তই পরিচয়স্থলে তাঁহার নবীন কবি এই আখ্যা প্রদান করিয়াছি।

নটী। তাই তো নাটক প্রণয়নে তাঁহার এই প্রথম উদ্যম!

সূত্রধার। আর্য্যে! নবোদ্যম ভাবিয়া ভগ্নোৎসাহ হইবার কোন’ কারণ দেখিতেছি না, ক্যাননা সাধুগণ স্বয়ং পরীক্ষা করিয়াই প্রত্যেক কাব্যের দোষগুণ বিচার করেন। যাঁহারা স্থূলদর্শী অজ্ঞ,

তাঁহারাই কেবল পরের মুখে ঝাল খান, পরের গোড়ে গোড় দ্যান। দশজনে যাহাকে ভাল বলে, তাঁহাদের মতে তাহাই ভাল; আবার দশজনে যাহাকে মন্দ বলে, তাঁহারাও তাহাকে মন্দ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন এবং দেশময় দোষোদ্ঘোষণ করিতেও ত্রুটি করেন না। তা' দেখুন' কবি যে নাটক রচনায় নবব্রতী একথা অবশ্য স্বীকার করি। কিন্তু ভাগ্যগুণে যখন গুণগ্রাহিণী সভা, পরম ধার্ম্মিক শ্রীবৎস নৃপতির পবিত্র চরিত্র এবং সুদক্ষ অভিনেতৃবর্গ এতৎ ত্রিতয়ের একত্র সমাবেশ হইয়াছে, তখন ক্যানই বা আমরা কৃতকার্য্য হইতে না পারিব?

নটী। আর্য্যপুত্র যে এই মাত্র উল্লেখ করিলেন, নাট্যবিষয়ে আমরা সুদক্ষ, একথা কি সঙ্গত? যাবৎ না আমরা কৃতবিদ্য দর্শকমণ্ডলীর পরিতোষ সাধন করিতে পারিতেছি, তাবৎ আমাদিগের প্রয়োগনৈপুণ্য কি প্রকারে অবধারিত হইবে?

সূত্রধার। আর্য্যার এ যুক্তিযুক্ত বচন সহস্রবার শিরোধার্য্য। তা' দেখুন ভালই হইবে, অদ্য যখন অ্যাতগুলি সহৃদয় ব্যক্তির একত্র সমাগম

হইয়াছে, তখন তাঁহারাই নাটকের উৎকর্ষাপকর্ষের অ্যাকটা চূড়ান্ত মীমাংসা করিবেন। স্বর্ণ বিশুদ্ধ বা খাদযুক্ত, খাঁটি কি মরা, এ বিষয়ের পরীক্ষা তো হয় অগ্নিতে না হয় নিকষোপলেই হইয়া থাকে।

নটী। হাঁ, ইহা উত্তম কল্প। যখন আমাদের বিশিষ্টরূপ ভাগ্যোদয় হওয়াতে অদ্য অভিনয় দর্শনোপলক্ষে অ্যাতগুলি সজ্জন একত্র সমবেত হইয়াছেন, তখন অসংশয় নাটকের গুণাগুণ সম্যক্‌রূপে নির্ণীত হইবে।

সূত্রধার। আর্য্যাকে আমার দুই একটী প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হইবে। আচ্ছা বলুন দেখি, উর্ব্বরভূমিতে বীজবপন করিলে যে প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মে, সে কি বপ্তার গুণে না ক্ষেত্রের গুণে?

নটী। অবশ্য ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা গুণই পর্য্যাপ্ত শস্যোৎপত্তির কারণ।

সূত্রধার। ভাল, শুকমুখে কৃষ্ণ কথা শুনিলে যে শ্রোতার কর্ণ জুড়ায় সে কি শুকের গুণে না ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণে?

নটী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরি মাহাত্ম্যবশে সে বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

সূত্রধার। আর্য্যে! আপনিতো আমারি মতের পোষকতা করিলেন। আমিওতো ঐ কথা বলিতেছি। কবি গুণী কি নির্গুণ, নূতন কি পুরাতন, লব্ধপ্রতিষ্ঠ কি অপরিচিত, বৃথা এসম্বন্ধে বাগ্‌বিতণ্ডা করিবার প্রয়োজন নাই। যখন আমাদের বর্ণনীয় বস্তু অর্থাৎ নাটকের নায়ক ভুবনপ্রথিত মহনীয়-কীর্ত্তি মহীপতি শ্রীবৎস, তখন উহা যথেষ্ট। এতদতিরিক্ত অন্য কিছু থাক্ অথবা না থাক্, তাহাতে সবিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সেই উদারচরিত্র যশস্বী নৃপতি এবং পতিব্রতাশিরোমণি শুদ্ধশীলা তদীয় মহিষী চিন্তার চারিত্রপুণ্যেই আমরা জয়লাভ করিব। ফলকথা আমরা এ ব্রহ্মাণ্ডে কেহই নই। যাঁহার অলঙ্ঘ্য শাসনে ও অমোঘ ইঙ্গিতে দিবানিশি অনন্তকোটি বিশ্ব নির্দ্দিষ্ট নিয়মে অন্তরীক্ষ'পথে বিচরণ করিতেছে, সেই হৃদয়শায়ী সর্ব্বশক্তিমান্ জগদ্‌যন্ত্রী আমাদিগকে যেরূপে নাচাইবেন, যন্ত্র আমরা কাষ্ঠ-

পুত্তলিকার ন্যায় তাঁহার তন্ত্র ধরে’ সেইরূপ নাচিব। আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে আসিয়াছি, কর্ত্তব্য-বোধে কর্ম্ম করিব। আমাদের এই পর্য্যন্ত অধিকার। ভাল হ’বে কি মন্দ হ’বে সে ফলের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার প্রয়োজন নাই। সে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। ভাল হয় সুখের বিষয়, যদি মন্দ হয়, ক্ষুব্ধ হইবার কোন’ কারণ নাই ; ক্যাননা কি ভাল, কি মন্দ, কি হিত, কি অহিত, কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম, কি পাপ, কি পুণ্য, এ সমস্ত বিষয় মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদের অপেক্ষা ভালই বোঝেন। সুতরাং যাহা কল্যাণকর বলিয়া তাঁহার ধারণা হইবে, তিনি মনে বুঝে’ তাহাই করিবেন। আর্য্যে ! মানুষের যে ভ্রমপ্রমাদ আছে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই বিদগ্ধ-সমাজ সর্ব্বদা ক্ষমাশীল। হংস যেরূপ দুগ্ধ ও জল একত্র মিশ্রিত থাকিলে জলীয়ভাগ পরিত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধমাত্র পান করে, তদ্রূপ মনীষিগণ নিজ ঔদার্য্যগুণে সচরাচর লোকের দোষের পরিহার করিয়া কেবল গুণাংশ গ্রহণেই তৎপর থাকেন। সে যাহা হউক, আর অধিক

বাগাড়ম্বর করিয়া সভ্যমহোদয়দিগের ধৈর্য্য লোপ করিবার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে ভবৎপ্রমুখাৎ একটী সঙ্গীত-শ্রবণ সভ্যমহাশয়দিগের শ্রুতিপ্রিয় হইতে পারে। অতএব আর্য্যাকে একটী গান করিতে অনুরোধ করি।

নটী। কি বিষয় অবলম্বন করিয়া গান করিব আদেশ করুন।

সূত্রধার। আর্য্যে! আপনি একটী ভগবদ্বিষয়ক গান করুন। যৎশ্রবণে যাবতীয় শ্রোতার যুগপৎ প্রাণারাম হইবে অথচ কলুষভারের লাঘব হইবে।

নটী। তথাস্তু। (নৃত্য করিতে করিতে)।

রাগিণী বারোয়াঁ।—তাল ঠুংরী।

গাও পুণ্য বিশ্বনাথ নাম, (রট গুণাকর গুণগ্রাম;)
অনায়াসে গৃহে বসে,' পা'বে শান্তিধাম।
নিরঞ্জনের অভয় চরণ, হৃৎকমলে করে' ধারণ;
যোগানন্দরসে মগন রও অবিরাম।
পান কর প্রেমসুধা, মিটিবে প্রাণের ক্ষুধা;
আত্ম-সন্দর্শনে হ'বে পূর্ণ মনস্কাম।
প্রিয়তম প্রাণেশ্বরে, ভক্তিভরে যে জন স্মরে;
সে সুকৃতীর হয় ধ্রুব সুখপরিণাম।

অনিত্য বাসনা ত্যজ, তাঁ'কে ভজ তাঁ'তেই মজ ;
সম্মুখে শোভে অভিরাম নিত্য সুখধাম ।
উহা লক্ষ্য করে' চল, মুখে 'জয় ব্রহ্ম' বল ;
পিতার অমৃত কোলে লভিবে বিশ্রাম ॥

সূত্রধার । আর্য্যে ! সাধু সাধু। আর্য্যার যেম্নি সুললিত গীতরাগ, তেম্নি সুমধুর কণ্ঠস্বর। সৌভাগ্যক্রমে একত্র মণিকাঞ্চনের যোগ হইয়াছে। আর্য্যার মনোহর সঙ্গীত শ্রবণে বিমনায়মান হওয়াতে মহারাজ শ্রীবৎস যে মহিষী চিন্তার সহিত পদব্রজে এই দিকেই আসিতেছেন, ইতিপূর্ব্বে ইহা আদৌ লক্ষ্য করি নাই। অতএব অধুনা আর আমাদের এখানে থাকা কর্ত্তব্য নয়। আসুন আমরা গৃহে গমন করি।

(উভয়ের প্রস্থান।)

প্রস্তাবনা ।

রাজসভা।

(রাণীর হস্তধারণপূর্ব্বক রাজার প্রবেশ।)

রাজা। প্রিয়ে! এস ঐ অগ্রবর্ত্তী বিস্তৃত আসনে উপবেশনপূর্ব্বক উভয়ে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করি।

(উভয়ের আসনোপবেশন।)

রাজা। যদি শ্রান্তি দূর হইয়া থাকে, তা' হ'লে মহারাণীর সম্মতি হয় তো একটী সমস্যার বিষয় আবেদন করি।

রাণী। মহারাজ! এরূপ সঙ্কুচিতভাবে কথোপকথন করিয়া দাসীকে লজ্জা দ্যান ক্যান? যখন এ কিঙ্করী অবনত মস্তকে মহারাজের যে কোন' নির্দেশপালনে সর্ব্বদা উদ্যুক্ত রহিয়াছে, তখন কুণ্ঠিত হ'বার প্রয়োজন কি?

রাজা। প্রাণাধিকে! তুমি আমার দাসী হইলে কিসে? তুমি আমার যথাসর্ব্বস্ব। যদি প্রাণ অপেক্ষা কোন' প্রিয়তম বস্তু থাকে, তুমি আমার তাহাই। তুমি আমার কি না হও? দ্যাখ; গৃহকার্য্যসম্পাদনে গৃহিণী, ধর্ম্মাচরণে সহধর্ম্মিণী,

পরামর্শদানে সচিব, বিজনে চিত্তবিনোদিনী সখী, নৃত্যগীতাদি ললিত কলাশিক্ষায় প্রিয়শিষ্যা। আমি সরলান্তঃকরণে বলিতেছি, তোমার ন্যায় শুদ্ধশীলা সাধ্বীশিরোমণি, পরম বিদুষী, গুণবতী ভার্য্যা সকলের অদৃষ্টে ঘটে না। আমার বিশিষ্টরূপ সুকৃত সঞ্চিত থাকাতেই বিধাতা আমার প্রতি অনুকূল ও সুপ্রসন্ন হইয়া আমাকে ত্বাদৃশ সুদুর্লভ পত্নীরত্নলাভে সৌভাগ্যশালী করিয়াছেন। তুমি নিজগুণ-গরিমাতেই জগতে বরণীয়া; আমি যে দয়া করিয়া তোমার সম্মাননা করি তা' নয়। বস্তুতঃ সকলেই অমূল্য বস্তু বিবেচনা করিয়া রত্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু রত্ন কি স্বয়ং নিজ মহার্ঘ্যতা হৃদ্বোধ করিতে পারে? সনাতন আর্য্যধর্ম্মপ্রবর্ত্তক প্রাচীন ঋষিগণের অগ্রণী, ত্রিকালদর্শী মহাযোগী ধর্ম্মসংহিতাকার ভগবান্ মনু আর্যচক্ষুদ্বারা পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক অনেক পর্য্যালোচনা করিয়াই বলিয়াছেন 'যেস্থানে রমণীর সমাদর নাই, তথায় লক্ষ্মী অবস্থান করেন না।' আত্মাই পুত্ররূপে পত্নীর উদরে জন্মগ্রহণ করিয়া অভিনবরূপ ধারণপূর্ব্বক

বিশ্বরঙ্গে প্রবিষ্ট হয় বলিয়া পত্নীর আর একটী পর্য্যায় জায়া। জায়া যে সে পদার্থ নয়, ভর্ত্তার দেহার্দ্ধ এবং তদীয় পুণ্যপাপরূপ বৃক্ষের ফলস্বরূপ সুখদুঃখভোগের সমাংশ-ভাগিনী। স্থূলদর্শী মূঢ়েরাই পত্নীকে সামান্য উপভোগ দ্রব্য মনে করে।

রাণী। এ অধীনার প্রতি মহারাজের যথেষ্ট অনুগ্রহ থাকাতেই মহারাজ অ্যাত অতিরিক্ত প্রশংসাবাদ করিলেন। সেই অনুগ্রহ-বুদ্ধিই আবার মহারাজের নেত্রাবরণ স্বরূপ হইয়া মহারাজকে মদীয় চরিত্রগত কোন' দোষ বা ত্রুটি দেখিতে দ্যায় না। সে যাহা হউক, মহারাজ যে এ দীনহীনার প্রতি স্থিরপ্রসাদ ও অনুকূল, ইহাতে আমি আপনাকে যার-পর-নাই সৌভাগ্যবতী বিবেচনা করিতেছি। কিন্তু প্রাণেশ্বর! বিধাতা যে চিরদিন আমাকে বর্ত্তমান সুখে রাখিবেন, তদ্বিষয়ে আমার চিত্তে দারুণ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; ক্যাননা পরম মঙ্গলময় ব্রহ্মাণ্ডপতির এই সুবিশাল বিশ্বরাজ্যে রথচক্রের ন্যায় সুখ দুঃখের নিয়ত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এখানে নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ একান্ত

দুর্ঘট। তবে কি জানেন, দুঃখভোগের পর সুখ-লাভ ঘনান্ধকারে দীপদর্শনের ন্যায় প্রীতিপ্রদ প্রতীয়মান হয়, কিন্তু সুখভোগের পর দুরবস্থ হইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় কালাতিপাত করা অপেক্ষা চিরদুঃখভোগ সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর।

রাজা। ইহা প্রকৃত কথা। তা' অদ্য অকস্মাৎ মহারাণীর চিত্তক্ষেত্রে ঈদৃশী অচিন্তনীয় আশঙ্কার উদয় হইল ক্যান?

রাণী। নাথ! অদ্য সহসা আমার দক্ষিণ নেত্রের স্পন্দন হওয়াতে কোন' প্রকার অভাবনীয় দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা এইরূপ অনুমান করিয়া আমি নিরতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তা হইয়াছি।

রাজা। বিপৎকালে মধুসূদন নাম জপ করাই প্রশস্ত; সুতরাং মহারাণীকে তাহাই করিতে হইবে, আমিও তাই করিব।

রাণী। মহারাজ! বিপৎ শান্তির জন্য সর্ব্বথা তাহাই করণীয়; এবং আমি তাহাই করিব।

রাজা। এ দুর্নিমিত্ত দর্শনে ভীত হইও না, ভগবান্ সমস্ত অমঙ্গল নাশ করিবেন।

রাণী। মহারাজ! সম্প্রতি অনর্থক আর ও বিষয়ের আন্দোলনে কোন’ ফলোদয় হ’বে না, অতএব এক্ষণে ও প্রসঙ্গ থাক্। ভাল, মহারাজ ইতিপূর্ব্বে আমার নিকটে কি সমস্যার বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন?

রাজা। অতি উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ। নানা অবান্তর কথা উপস্থিত হওয়াতে সে সম্বন্ধে আমার অ্যাকবারে বিস্মৃতি জন্মিয়াছিল। দ্যাখ, অদ্য প্রভাতে আমি রাজকার্য্য পরিদর্শনার্থ অভিনিবিষ্ট-চিত্তে সভাসীন আছি, ইত্যবসরে সহসা শনিগ্রহ ও দেবী কমলা এই দুই দেবতা সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, “রাজন্! আমাদের উভয়ের মধ্যে কাহার গৌরব অধিক এ বিষয়ে মহা তর্ক বিতর্ক উপ-স্থিত হইয়াছে, তোমাকে এ বাগ্‌বিতণ্ডার মীমাংসা করিতে হইবে। অদ্য আমরা চলিলাম, কল্য প্রাতে আবার আসিব।” আমি বিষম সঙ্কটে পড়িয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অতি কাতরভাবে নিবেদন করিলাম,—“আপনারা জ্ঞানময় সুরপুরের অধি-বাসী দেবতা। আমি অ্যাকজন অজ্ঞান ক্ষুদ্র

মানব। এ অবস্থায় আমি যে আপনাদের বিবাদ ভঞ্জন করিব ইহা কি সম্ভবে? অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঈদৃশ গুরুভার হইতে আমাকে অব্যাহতি দিন।” তাঁহারা কিছুতেই নিরস্ত না হইয়া, “তোমাকে ইহা করিতেই হইবে।” এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। অ্যাখন উপায় কি? এ সম্বন্ধে যে কি করিব কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া দোলায়মানচিত্তে মহারাণীর শরণাগত হইয়াছি।

রাণী। (ঈষৎ হাসিয়া) তা ভালই করিয়াছেন, এরূপ সুযোগ্য মীমাংসক আর অন্যত্র কোথা পাইবেন? এই আমি আপনকার চরণে ধরিতেছি, আমাকে আর উপহাসাস্পদ করিবেন না। প্রত্যহ নানাবিধ জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া সহস্র সহস্র প্রজার বিবাদ ভঞ্জন পূর্ব্বক বিচারকার্য্যে যৎপরোনাস্তি অভিজ্ঞতাও বিশিষ্টরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়া সুদক্ষ এবং পরমজ্ঞানী মহারাজ যে দুরূহ বিষয়ের নিষ্পত্তিকরণে কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছেন, অ্যাকজন অনভিজ্ঞা ও ক্ষুদ্রবুদ্ধি ললনা সেই বিবাদ-পদের সিদ্ধান্ত করিবে না তো অপর কে করিবে?

রাজা। প্রিয়ে! অ্যাখন করি কি? কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে না পারাতে চিত্তচাঞ্চল্যবশতঃ বড়ই অধীর হইয়াছি। নিশ্চিত আমি অ্যাক জনের মন রক্ষা করিতে গিয়া অপরের যে নিদারুণ কোপ-দৃষ্টিতে পড়িব সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই।

রাণী। মহারাজ! আমার সামান্য বুদ্ধিতে এস্থলে ইহাই বিধেয় বলিয়া বোধ হয়। আপনি অ্যাকখানি রৌপ্যময় ও অ্যাকখানি স্বর্ণময় দুই-খানি আসন সুসজ্জিত করাইয়া রাখিবেন। বিবদ-মান দেবতাদ্বয় সভাস্থ হইলে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তাঁহাদের উপবেশনার্থ আসনের দিকে কেবল করপ্রসারণ বা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিবেন। তাঁহারা স্বয়ং আসনে উপবিষ্ট হইয়া বিবাদ-মীমাংসার কথা উত্থাপন করিলে বলিবেন,—আপনারা আসন-পরিগ্রহ-ব্যাপার দ্বারা নিজেই তো বিবাদভঞ্জন করিয়াছেন, আমাকে আর ও সম্বন্ধে অকারণ জিজ্ঞাসা করেন ক্যান?

রাজা। প্রিয়তমে! তুমি অসাধারণ বুদ্ধি-মতী জানিয়াই তোমার শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। যে

পরামর্শ দিলে তাহা অতি সমীচীন। কৈ আমার বুদ্ধিতে তো ও সদ্যুক্তি কিছুতেই যোগায় নাই। কল্য প্রভাতে আমি ঐ উপায়ই অবলম্বন করিব। তা' কল্যকার আয়োজন অদ্যই স্থির করিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যা'ক্। বেত্রবতি!

(প্রতিহারীর প্রবেশ)।

প্রতিহারী। মহারাজ! আজ্ঞা করুন।

রাজা। দ্যাখ, তুমি অ্যাকবার আর্য্য বসু-ভূতিকে এখানে আসিতে বল।

প্রতিহারী। যে আজ্ঞা মহারাজ!

(প্রতিহারীর প্রস্থান।)

কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চুকী। বৎস! (এই কথা উচ্চারণ করিয়াই সভয়ে) মহারাজ! কি অনুমতি হয়?

রাজা। (ঈষৎ হাসিয়া) তাত! আপনি আমার পিতার পরিজন। আপনি আমাকে চিরাভ্যস্ত বৎসপদ উচ্চারণ পূর্ব্বক সম্বোধন করাতে আমি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হই নাই। ফলতঃ আপনকার মুখে মহারাজ অপেক্ষা অকৃত্রিম স্নেহব্যঞ্জক বৎস

ইত্যাকার সম্বোধনই আমার পক্ষে অধিকতর প্রীতিপ্রদ ; ক্যাননা আপনি আমার বাল্যাবস্থায় যে কিরূপ স্নেহ ও কীদৃশ যত্নসহকারে আমাকে লালন পালন করিয়াছিলেন, অ্যাক বৎসপদ শ্রবণমাত্র তৎসমুদায় নবীভূত হইয়া আমার স্মৃতিপথে উদিত হয়। অতএব ভবিষ্যতে আপনি আমাকে মহারাজ না বলিয়া বৎস বলিয়াই ডাকিবেন। বস্তুতঃ আমি আপনাকে পিতৃ তুল্য জ্ঞান করি।

কঞ্চুকী। মহারাজের এইরূপ গুণই বটে। এতাদৃশ গুণসম্পন্ন না হইলে মহারাজের যশঃ-সৌরভে দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত হইবে ক্যান? তা' কি জানেন, বার্দ্ধক্যবশতঃ মধ্যে মধ্যে আমার মতি-ভ্রম ঘটে, আমি অ্যাকবারে আত্মহারা হইয়া পড়ি। এ নানা ক্লেশপ্রদ স্থবির বয়সে পরবশ হইয়া বিষম যন্ত্রণাময় অকর্ম্মণ্য দেহভার বহন করি, মনে এরূপ বাসনা হয় না ; তবে অ্যাক মহারাজের সৌজন্যের বিষয় মনে পড়িলে আর প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। তা' মহারাজ! যে বৃক্ষে প্রচুর ফল জন্মে, তাহা সর্ব্বদা ফলভরে

অবনত হইয়াই থাকে; সুতরাং মহারাজ যে এরূপ নম্রপ্রকৃতি হইবেন ইহা বিচিত্র নহে।

রাজা। আর্য্য যে আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। দেখুন, আপনি অমাত্য যোগন্ধরায়ণকে আমার এই নিয়োগ জানাইবেন,—কল্য প্রাতে যখন রাজকার্য্য করিব, সে সময়ে য্যান সভাগৃহে অ্যাকখানি রজতময় ও অ্যাকখানি কাঞ্চনময় আসন সুসজ্জিত থাকে।

কঞ্চুকী। মহারাজ কি আমাকে অন্য কিছু আদেশ করিবেন না এক্ষণে যাইব।

রাজা। মহাশয়কে অপর কিছু কাজ করিতে হইবে না, সম্প্রতি আপনি আসুন।

কঞ্চুকী। (যাইতে যাইতে) আ মরি মরি কি বিনয়িতা! যদি জন্ম জন্মান্তরে দাস্যবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, ভগবান্ য্যান ঈদৃশ গুণবান্ প্রভু দ্যান। দাস্য বলিয়াই অনুভব হয় না। আমাকে পিতার মত সম্মান করেন। তা' মহারাজের অনন্ত গুণের মধ্যে কোন্‌টীর অধিকতর প্রশংসা করিব। আত্মশ্লাঘা কাহাকে বলে জানেন

না। পর প্রমুখাৎও নিজ প্রশংসাবাদ শ্রবণে এরূপ স্পৃহাশূন্য যে, পাছে সম্মুখে থাকিলে প্রশংসা করি, এই আশঙ্কায় সত্বর আমাকে বিদায় করিয়া দিলেন। ঐ যা, মহারাজের নিদেশ বিস্মৃত হইলাম। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের শিখার ন্যায় মদীয় বুদ্ধি ক্ষণে ক্ষণে প্রবুদ্ধ ও ক্ষণে ক্ষণে নিষ্প্রভ হইতেছে। দুষ্টা প্রখরা রমণীর হস্তে স্থবির পতির ন্যায় এক্ষণে আমি দুষ্টা বুদ্ধির ক্রীড়নকস্বরূপ হইয়াছি। হা ব্রহ্মণ্যদেব! এক্ষণে করি কি? ওঃ! ভাল মনে হইয়াছে, যোগন্ধরায়ণের নিকটে যাইতে হইবে। তা' আর বিলম্ব না কোরে' বক্তব্য বিষয় এখনি জানাইগে'। কি জানি বুদ্ধিদেবী আবার কখন্ কি বিভ্রাট ঘটা'ন। কিছুরিতো স্থিরতা নাই। অতএব যাহাতে পুনর্ব্বার আর ভ্রান্তি না জন্মে এজন্য অভ্যাস করিতে করিতে যাই; যোগন্ধরায়ণ, যোগন্ধরায়ণ, যোগন্ধরায়ণ।

রাজা। প্রিয়ে! দিবা অবসানপ্রায়। ঐ দ্যাখ ভগবান্ সহস্ররশ্মি সমস্তদিন অন্তরীক্ষপথে পর্য্যটন করিয়া নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন পূর্ব্বক অস্তগিরিশিখরাভিমুখে গমনোদ্যত হইয়াছেন। আমাদেরও

তো সায়ংকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, অতএব অধুনা এখানে বসিয়া বৃথা কাল-ক্ষেপ না করিয়া তদনুষ্ঠানার্থ দেবগৃহে যাওয়া যা'ক্। বেত্রবতি!

(প্রতিহারীর প্রবেশ।)

প্রতিহারী। মহারাজ! আজ্ঞা করুন।

রাজা। দেবগৃহে যাইব, পথ প্রদর্শন কর।

প্রতিহারী। মহারাজ! এইদিকে আসুন।

(সকলের প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।

ইতি প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় অঙ্ক

(রাজকার্য্য সমাপনানন্তর বিদূষক ও কতিপয় পারিষদের সহিত আস্থানমণ্ডপে সিংহাসনাসীন রাজার প্রবেশ ।)

রাজা । সখে বসন্ত ! বোধ কর কি ব্যালা অতিরিক্ত হইয়াছে ?

বিদূষক । আজ্ঞে না, ব্যালা অধিক হয় নাই ।

(দ্বারপালের প্রবেশ ।)

দ্বারপাল । মহারাজের জয় হউক । মহারাজ ! শনিঠাকুর ও লক্ষ্মী ঠাকুরাণী পুষ্পকরথ হইতে নামিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ; কি আজ্ঞা হয় ?

রাজা । সবিশেষ সম্মানের সহিত শীঘ্র তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আইস ।

দ্বারপাল । যে আজ্ঞে মহারাজ ।

(দ্বারপালের প্রস্থান ।)

বিদূষক। (শিরশ্চালনপূর্ব্বক) মহারাজ! ঐ!

রাজা। বয়স্য! ঐ কি?

বিদূষক। সর্ব্বনাশ উপস্থিত, আবার কি।

রাজা। বয়স্য! বাচালতা করিও না, স্থির হও।

বিদূষক। আজ্ঞে না।

রাজা। আজ্ঞে না কি? স্থির হ'বে না?

বিদূষক। মহারাজ! আপনাকে আর বোঝাতে পারি না। ওটা যে প্রথম পক্ষের না।

রাজা। প্রথম পক্ষের না কি আবার?

বিদূষক। মহারাজ বাচালতা করিতে নিষেধ করিলেন, তাই বলিলাম,—না। দ্বিতীয় পক্ষেও আমার ঐ,—আজ্ঞে না। যখন শর্ম্মার উদরস্থ ক্ষুধাদেবী আগ্রহপূর্ব্বক শর্ম্মাকে স্থির হতে বারণ কোর্‌ছেন, তখন আমি স্থির হই কিরূপে?

রাজা। বয়স্য! ক্ষান্ত হও, তোমার ক্ষুধা-দেবীর সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করা যাইবে।

বিদূষক। জয় হউক। এই নিস্তব্ধ হইলাম।

রাজা। আমিও বাঁচিলাম।

(দ্বারপাল কর্ত্তৃক অনুগম্যমান নীলাঞ্জনগিরিনিভ বিকটমূর্ত্তি ছায়াগর্ত্তসম্ভূত রবিসুত শনিগ্রহ এবং সৌম্যদর্শনা হরিপ্রিয়া দেবী কমলার প্রবেশ।)

রাজা। (সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া) আস্তে আজ্ঞা হয়। অদ্য আমার কি সুপ্রভাত! ভগবন্! অভিবাদন করি। ভগবতি! চরণ বন্দনা করি। (আসনাভিমুখে করপ্রসারণপূর্ব্বক) বসিতে আজ্ঞা হয়।

(শনির রজতাসন ও লক্ষ্মীর স্বর্ণাসনে উপবেশন।)

শনি। রাজন্! প্রস্তুত বিষয়ের কি প্রকার সিদ্ধান্ত হ'ল?

রাজা। এ ক্ষুদ্রবুদ্ধি নর কি সিদ্ধান্ত করিবে? আমাকে ক্ষমা করুন।

শনি। এ তো কল্যকার সেই পুরাতন কথা। এ সম্বন্ধে নিশ্চিত অ্যাক্‌টা উত্তর চাই।

রাজা। আপনারাতো নিজেই বিবাদ ভঞ্জন করে'ছেন। আমাকে বৃথা জিজ্ঞাসা করেন ক্যান?

শনি। কৈ কি প্রকারে?

রাজা। আসন পরিগ্রহ দ্বারা।

শনি। (শ্রবণমাত্র আসন পরিত্যাগ করিয়া) আঃ দুরাত্মন্ নৃপাধম! তোমার অ্যাতদূরস্পর্দ্ধা যে তুমি আমার অবমাননা করিতে সাহস কর। তা' তুমি কত বড় রাজা দেখিব। রে দুষ্টাশয়! রে শশাঙ্ককুল-পাংশুল! তুই লক্ষ্মীকে ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভাবিয়া তাহার গৌরব রক্ষা করিলি? এই অবিমৃষ্যকারিতা ও অসমসাহসিকতার জন্য শীঘ্রই তোকে নিদারুণ অনুতাপানলে দগ্ধ হ'তে হ'বে।

রাজা। (চরণে নিপতিত হইয়া) ভগবন্! এ অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী চির-পদাশ্রিত ভৃত্যের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

শনি। কিছুতেই না। এই আমি চলিলাম।

(ভূপতিত রাজাকে অবজ্ঞা করিয়া শনির প্রস্থান।)

লক্ষ্মী। বৎস! ওঠ। শনিঠাকুর ঐরূপ অগ্নিশর্ম্মা। যৎসামান্য কারণেই অ্যাকবারে খড়্গ-হস্ত হন। তা' তুমি ভীত হইও না, আমি তোমার প্রতি সদয় রহিলাম।

রাজা। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) ভগবতি কমলে! সবিশেষ অনুগৃহীত হইলাম।

লক্ষ্মী। রাজন্! তোমার বিচারকার্য্যের বিঘ্ন-পরিহারার্থ অদ্য আমরা অধিক ব্যালায় এখানে আসিয়াছি; অতএব আর বিলম্ব করিব না, এক্ষণে আমিও চলিলাম।

রাজা। ভগবতীর যেরূপ অভিরুচি হয়, তাহাই করুন।

(লক্ষ্মীর প্রস্থান।)

রাজা। বয়স্য! আর এখানে বসিয়া বৃথা চিন্তা করিলে কি ফলোদয় হইবে? মনোবিনোদনের জন্য প্রমোদোদ্যানে যাওয়া যা'ক্। বেত্রবতি!

(প্রতিহারীর প্রবেশ।)

প্রতিহারী। মহারাজ আজ্ঞা করুন।

রাজা। প্রমোদোদ্যানে যাইব, পথপ্রদর্শন কর।

প্রতিহারী। মহারাজ এইদিকে আসুন।

(সভাভঙ্গ, সকলের প্রস্থান।)

বিদূষক। (যাইতে যাইতে প্রতিহারীর প্রতি) তুই বাপু! আমার সম্মুখ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়া যা'। নতুবা এখনি আমি তোকে বেধে' পড়ে'যা'ব।

পথ দ্যাখা'তে হয়, সূক্ষ্মদর্শী রাজাকে দ্যাখা', ক্যাননা উনি ভাল দেখিতে পান না। (শিরঃকম্পনপূর্ব্বক) আমি বাপু! স্থূলদর্শী পদ্মপলাশলোচন! সব দেখিতে পাই।

প্রমোদোদ্যানে রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ।)

রাজা। বয়স্য! সম্প্রতি করা যায় কি? শনির কোপ হইতে কি উপায়ে নিষ্কৃতি পাই? শনিরাজ তো সামান্য গ্রহ নয়।

বিদূষক। মহারাজ! কে বলে সামান্য, উনি বড় ঠাকুর। মনে করিলে অ্যাক নিশ্বাসে মহারাজের সমুদায় রাজ্য উড়াইয়া দিতে পারেন। কিছু দিতে পারুন না পারুন ওড়াবার শক্তিটা ওঁর বিলক্ষণ আছে। ওঁর যেথা শুভ দৃষ্টি পড়ে, তথায় সব জ্বলিয়া ছারক্ষার হইয়া যায়, কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না। তা' মহারাজ শনি ঠাকুরকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য মহা সমারোহপূর্ব্বক শান্তি স্বস্ত্যয়-নাদির ব্যবস্থা করুন। উদ্যোগ ও বন্দোবস্তটা য্যান ভালরূপ হয়। তা হ'লে এ গরীবেরও সুবিধা হইবে। শনি ঠাকুরের তো আর খা'বার ক্ষমতা

নাই, তাঁকে অ্যাকবার দ্যাখান বৈতো নয়। যাহা কিছু আয়োজন হ'বে, পশ্চাৎ সকলি শর্ম্মার উদরে।

রাজা। বয়স্য! যাহা হউক, আমার প্রতি ভগবতী কমলার শুভদৃষ্টি আছে।

বিদূষক। মহারাজ! তাহাই যথেষ্ট। শনি কি কোর্‌বে। শনি কি আবার ঠাকুর, ন্যাগন মাখাল ঠাকুর। শান্তিই কর আর স্বস্ত্যয়নই কর, ভবী ভোল্‌বার নয়, অনুকূল বা প্রসন্ন হইবেন এ প্রত্যাশা নাই। না ম'লে কি স্বভাব যায়। শনির দুষ্ট বুদ্ধি কিছুতেই দূর হ'বে না। মাছকে যতই পরিষ্কৃত জলে রাখনা ক্যান, কিছুতেই তাহার গায়ের আঁস্‌টে গন্ধ ঘোচে না।

রাজা। বয়স্য! তুমি যে এই মাত্র বলিলে শনি বড় ঠাকুর।

বিদূষক। মহারাজ! আমি তো শনির মাহিনা খাই না। আমি শনিকে ভয় করিব ক্যান? আমার গৃহে এরূপ কিছুই নাই যাহা শনি উড়াইবেন। অ্যাক আমি আছি, তা' আমাকে ওড়ান বড় সহজ ব্যাপার নয়। আমি মহারাজের

গোঁ বুঝিয়া কথা কই। জল উঁচু তো উঁচু, নীচু তো নীচু। যা'র খাই তা'রি গুণ গাই।

রাজা। বয়স্য! তা' ভাল। তুমি তো আর অ্যাকটা যে সে লোক নও; সুচতুর, সুপণ্ডিত, মহা ব্রাহ্মণ।

বিদূষক। মহারাজ কি আমাকে গালি দিলেন?

রাজা। ক্যান গালাগালি হ'ল কিসে?

বিদূষক। ঐ যে "শঙ্খে তৈলে তথা হংসে,—না শ্রীবিষ্ণু,—মাংসে, বৈদ্যে জ্যোতিষিকে দ্বিজে।
"যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহৎশব্দো ন দীয়তে"॥

(শ্লোক উচ্চারণপূর্ব্বক।)

আঃ মর্ কবিতাটার ভিতর ব্রাহ্মণ কৈ?

রাজা। আরে ঠাকুর, ঐযে দ্বিজ পদ রহে'ছে।

বিদূষক। দ্বিজ শব্দের অর্থ কি ব্রাহ্মণ? আমি তো জানি, পক্ষী।

রাজা। ব্রাহ্মণ, চন্দ্র, দন্ত, অণ্ডজ প্রভৃতি অনেক অর্থ আছে, এখানে ব্রাহ্মণ।

বিদূষক। তবে তো মহারাজের কিঞ্চিৎ জ্ঞান-লোপ হ'য়েছে। তা' আমি যার বয়স্য, আমার

সাহচর্য্যে তাহার জ্ঞান লাভতো হ'তেই হ'বে, না হ'য়ে যা'বে কোথা? মহারাজের অর্থবোধ আছে কি না পরীক্ষা করিতে ছিলাম। ব্রাহ্মণ হ'য়ে আর ব্রাহ্মণের অর্থ জানিনা? মহারাজ য্যান ইহা মনে করিবেন না আমি দ্বিজ পদের অর্থ জানিতাম না।

রাজা। না, তা মনে কোর্‌বো ক্যান? ঠাকুর ঘরে কে? না আমি তো কলা খাই নাই।

বিদূসক। উঃ!

রাজা। ও আবার কি?

বিদূসক। ক্ষুধাদেবীর তাড়না। তা' দেখুন ঐযে কি কবিতা আছে, "ভোজ্যং ভোজনশক্তিশ্চ," ঐ যা; তার পর আর মনে আসে না। আর আস্‌বেই বা ক্যামন করে'? (নিজোদরে হস্ত স্থাপন-পূর্ব্বক) এই একটু জায়গায় কত বিদ্যে ধোর্‌বে? হাঁ শেষে আছে, "নাল্পস্য তপসঃ ফলম্।" যা' হ'ক্, ন্যাজা মুড়ো ঠিক্ হ'লেই হ'ল। অর্থাৎ বহু তপস্যার ফলে তবে ভোজ্য ও ভোজনশক্তির একাধারে সম্মিলন হয়। উহা বড় পাকা কথা। দেখুন; আপনারও য্যামন পোড়া তপস্যা, আমারও

তথৈব চ। যত ভোজ্য আপনার ভাঁড়ারে মজুত, আর যত ভোজনশক্তি এই অভাগার উদরে জমাট। সেকেলে বিধাতা কাণ্ড জ্ঞানশূন্য, কোন' আক্কেল নাই, অ্যাকবারে সামঞ্জস্য-বোধ-বিবর্জিত। এ গরীবকে ভোজ্য দাও না দ্যাও বাপু তা' ঘ্যান ধরিনা; ভাল এ গরীবের সমুদায় ভোজনশক্তিটাই না হয় মহারাজকে দিয়া একটী নামজাদা ভূতের রোজাই প্রস্তুত কর।

রাজা। সে আবার কি? ভূতের রোজা কি?

বিদূষক। আপনাকে বোঝাতে বোঝাতে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'ল। বলি ভূতের রোজা কি গাছে ফলে? যে ভূত তাড়া'তে পারে, সেই তো ভূতের রোজা। আচ্ছা দেখুন, আপনকার ভাণ্ডারে তো আর খাদ্যের অভাব নাই, যদি এ অভাগার সমস্ত ক্ষুধা লাভ করেন, তা'হ'লে চব্বিশ ঘণ্টা খে'য়ে খে'য়ে ভূত ভাগা'বেন।

রাজা। ভূত ভাগ্‌বে ক্যান?

বিদূষক। অবশ্য ভাগ্‌বে। সে কি সাধে ভাগ্‌বে? দক্ষিণ হস্তেরও অদ্ভুত ব্যাপার যখন স্ব-

চক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে, তখন নিশ্চিত তাহাকে প্রাণের ভয়ে ভাগ্‌তে হ'বে।

রাজা। বয়স্য! সূর্য্যদেব প্রায় মস্তকোপরি আসিয়াছেন, স্নান ভোজনের সময় হইয়াছে, অতএব এক্ষণে অন্তঃপুরে যাইব। বেত্রবতি!

(প্রতিহারীর প্রবেশ।)

বিদূষক। মহারাজ! ক্ষুধার্ত্ত এ গরীবের কি উপায় হবে?

রাজা। তাহারও ব্যবস্থা করিতেছি।

বিদূষক। মহারাজের জয় হউক্।

রাজা। (প্রতিহারীর প্রতি) অন্তঃপুরে যাইব, পথ প্রদর্শন কর।

বিদূষক। মহারাজ! ঐসঙ্গে ও কথাটা।

রাজা। (প্রতিহারীর প্রতি) হাঁ দ্যাখ, আমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে তুমি বয়স্যকে সঙ্গে করিয়া ভোজনাগারে যাইবে, তথায় বয়স্যের যাহাতে পরিতোষপূর্ব্বক আহার ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করিও।

প্রতিহারী। যে আজ্ঞে মহারাজ!

(প্রতিহারীর সহিত রাজার প্রস্থান।)

বিদূষক। (উচ্চৈঃস্বরে) একটু শীঘ্র আসিস্ বাপু!

(প্রতিহারীর পুনঃ প্রবেশ।)

বিদূষক। অ্যাত বিলম্ব! য্যামন দেব তা'র ঠিক তদনুরূপ বাহন।

প্রতিহারী। আপনি যে বড় মহারাজের নিন্দা করিতেছেন?

বিদূষক। কৈ রাজার তো কোন' কথা হয় নাই। আমি দেবতাদের কথা বলিলাম। তা' তুই কি বাপু জানিস্না। কোন' দেবতা হংস-বাহন, তিনি প্যাঁক্ প্যাঁক্ করিতে করিতে যাত্রা করেন। কেহ মার্জার-বাহন, কেহ মূষিক-বাহন। উভয়ে পথে সাক্ষাৎ হইলে অ্যাক্‌বার 'ম্যাও' শব্দ শুনিলে মূষিক ভায়া, চিঁ চিঁ করে' কোথা যে পলা'বেন পথ পাননা। বাহন-হীন হ'লেই গণেশ দাদার গড়াগড়ি। এইরূপ কোন' দেবতা ময়ূর-বাহন, কেহ গরুড়-বাহন, কেহ বৃষ-বাহন, কেহ

পেচক-বাহন, কেহ বা রাসভ-বাহন। আচ্ছা ভাই প্রতিহারী! গাধা কিরূপ ডাকে তুমি জান?

প্রতিহারী। আজ্ঞে না, আপনি জানেন?

বিদূষক। ওরে ভাই! তুই তো দেখ্‌ছি তবে খুব চালাক। তা' তুই ভাই! মহারাজকে কিছু বল্‌বি না কি? যদি অ্যাকান্ত বলিস্ তবে অন্ততঃ দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার শেষ হ'লে, আমি কুঁপো কাৎ করিয়া চৌদ্দপো হ'লে তবে বলিস্।

প্রতিহারী। মহাশয়! দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার এবং চৌদ্দ পো হওয়া বুঝি, কুঁপো কাৎ কি?

বিদূষক। ভাই! তা' কি জান, উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিবার পর চীৎ হইয়া শয়ন করিলে যদি চাড় লাগিয়া ভুঁড়িটা ফেঁসে' যায়, সেই ভয়ে সেটাকে অ্যাক্ পাশে রাখিয়া দি।

প্রতিহারী। আজ্ঞে, অ্যাখন বুঝিলাম।

বিদূষক। বুঝ্‌বে না ক্যান? তুমি তো আর নির্ব্বোধ নও, তুমি অ্যাকজন বুদ্ধিজীবী রাজকর্ম্মচারী। ভাই প্রতিহারী! তুমি রাজসংসারে কাজ করিয়া যে বেতন পাও তাহাতেই কি তোমাদের

সংসার খরচ চলে, না অন্য কোন প্রকার রীতিমত আয়ের পন্থা আছে ?

প্রতিহারী। আজ্ঞে তাহাতেই চলে, তবে দেশে একটী মুদিখানার দোকান আছে।

বিদূষক। অ্যাঁ, মুদির দোকান! তবে ত ভাই! তুমি রাজার চেয়ে বড়লোক হ'বে। তা' ভাই! ভবিষ্যতে এ গরীব ব্রাহ্মণকে ভুলনা।

প্রতিহারী। মহাশয়! ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, স্পষ্ট করিয়া বলুন্ না।

বিদূষক। ওরে ভাই! স্বয়ং বেদব্যাস ঠাকুর মহাভারত লিখিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমেই বলে'ছেন, তোমারই জয় জয়কার।

প্রতিহারী। মহাশয়! সে কি! কৈ কি বলে'ছেন ?

বিদূষক। তবে ভাই! প্রকৃত তত্ত্ব শোন ঃ—

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।"

"দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয় মুদীরয়েৎ॥"

ঐ ত্যাখ,—ততো জয় মুদীরয়েৎ। প্রথমে নমস্কারাদি বাজে কথা বলে,' তার পর আসল

কথা বলিলেন। মুদির জয়। বলি আর অধিক কিছু শুন্‌তে চাও ?

প্রতিহারী। আজ্ঞে না, আপনি যখন বোল্‌ছেন, তখন ও বিষয়ে সন্দেহ কি।

বিদূষক। আমি আবার কি বোল্‌ছি? স্বয়ং বেদব্যাস বলিয়াছেন।

প্রতিহারী। তাইতো মহাশয়! রাজসভায় অ্যাত সভ্য আছেন, ইতিপূর্ব্বে কেহই তো আমাকে এ কথা বলেন নাই।

বিদূষক। ওহে ভাই! ওরা সভ্য নয়, সব ভূও। তা' কি জান সবার বিদ্যে কি সমান। ওরা আধ্যাত্মিক অর্থ পা'বে কোথা? (নিজোদরে হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক) সে সবগুলি যে এইখানে মজুত। আর কি অন্য কোথাও আছে? তা না হ'লে মহা রাজের ন্যায় পরম জ্ঞানী ও অসাধারণ গুণবান্ ব্যক্তির মন যোগান ও তাঁহাকে মুটোর ভিতর করে' রাখা তুমি কি সহজ বিদ্যার কাজ বিবেচনা কর।

প্রতিহারী। আজ্ঞে আপনি যে মহা পণ্ডিত তা আমি বিলক্ষণ জানি।

বিদূষক। তুমি জান্‌বেনা তো জান্‌বে কে? দেখিস্ ভাই! রাজাকে কিছু বলিস্‌নে।

প্রতিহারী। আমি অ্যামন নিমক হারাম নই। বোল্‌বো আবার কি, আমি চিরদিনের জন্য আপনকার কেনা গোলাম হইয়া রহিলাম। যদি আমার কখনও ভাল হয়, দেখ্‌বেন আপনাকে কি করি। তা আসুন আপনাকে ভোজনাগারে লইয়া যাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।

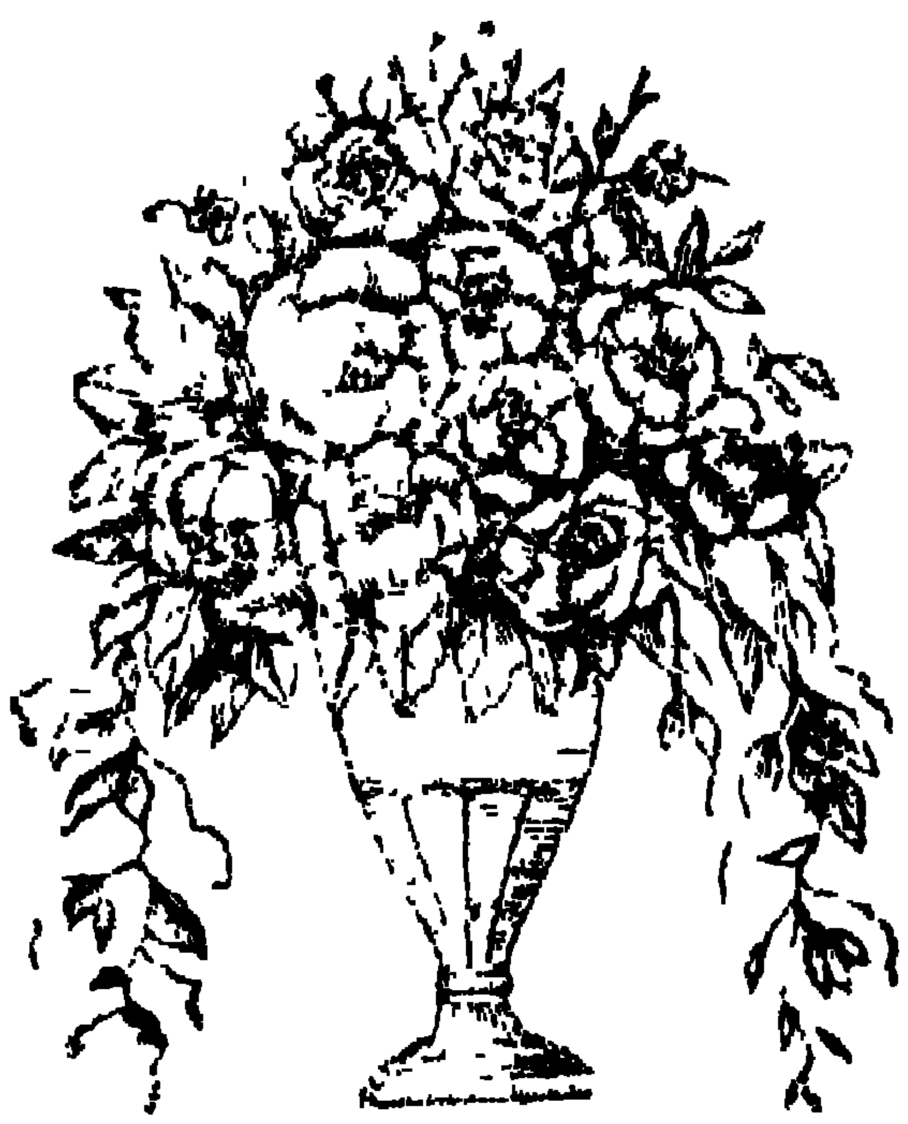

তৃতীয় অঙ্ক।

অপরাহ্ন।

(প্রমোদোদ্যানে রাজা ও রাণীর প্রবেশ।)

রাজা। প্রিয়ে! আমি যা' আশঙ্কা করিয়াছিলাম দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাই ঘটিল। মা লক্ষ্মীর মনস্তুষ্টি হ'ল বটে, কিন্তু শনিগ্রহের বিষদৃষ্টিতে পড়িলাম।

রাণী। নাথ! কি প্রকার ঘটিল?

রাজা। (রাণীর কর্ণে এইরূপ এইরূপ।)

রাণী। মহারাজ! এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি, এই নিমিত্তই আমার দক্ষিণনেত্র স্পন্দিত হইয়াছিল। এক্ষণে কি উপায় হ'বে?

রাজা। ইহারতো কোন'রূপ প্রতিকার দেখিতেছি না। শনৈশ্চরের যে প্রকার বিজাতীয় ক্রোধ জন্মিয়াছে, তাহাতে নিশ্চিত আমাকে যৎপরোনাস্তি বিপদাপন্ন হ'তে হ'বে।

রাণী। দেব-চরিত্র অতি দুর্ব্বোধ। কি করিতে কি ঘটিল। যাহা হউক, তবু মন্দের ভাল বলিতে হইবে যে, ভগবতী কমলা আমাদের সহায় আছেন। তা' ভগবতী কি দুরন্ত শনিঠাকুরের উদ্দীপ্ত কোপানল হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন ?

রাজা। কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। গত্যন্তর না থাকাতে এ দুর্ঘটনা ঘটিল। ইচ্ছাপূর্ব্বকতো শনিগ্রহের বিরাগভাজন হই নাই। আরতো দ্বিতীয় পন্থা কিছু দেখিতে পাইলাম না। সকলি নিয়তির খ্যালা। কার সাধ্য নিয়তিকে বাধা দ্যায়। অবশ্যম্ভাবিনী বিপদ ঘটিবার হ'লে সচরাচর এইরূপ জটিল অবস্থাই হইয়া থাকে।

রাণী। ভগবান্ যা' করিবেন তাহা অম্লানবদনে সহ্য করিতে হইবে। তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করা কিংবা সে সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করা মহা পাপ। অনিত্য সংসারে তো চিরদিন সমান যায় না। তবে সুখভোগান্তে দুঃখভোগ নিরতিশয় ক্লেশকর। তা' বিধাতা যখন প্রতিবাদী তখন ও বিষয়ের আন্দোলন বা আলোচনা না করাই ভাল।

রাজা। প্রিয়ে! আমি তোমার জন্যই চিন্তিত হইতেছি, নিজের জন্য অধিক কাতর নই।

রাণী। জানি নাথ! তা' জানি। আপনি যে অধীনীর প্রতি সর্ব্বদা একান্ত দয়াশীল, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। তা' যখন বিধি বিমুখ, তখন আর আপনি কি করিবেন? দেবতা বাদ সাধিলে কে রক্ষা করিতে পারে? তা' আপনি আমার জন্য চিন্তাকুল হইয়া নিজ স্বাস্থ্য-ভঙ্গ করিবেন না। ভর্ত্তা বিপন্ন হইলে কোন্ সাধ্বী রমণী সুখভোগের লালসা করে? অ্যাত কাল যখন সুখের অর্দ্ধাংশভাগিনী হইয়াছি, তখন অকুতোভয়ে দুঃখেরও সমাংশ-হারিণী হইব।

রাজা। প্রিয়ে! তুমি আমার এইরূপ পতি-দেবতা গুণবতী ভার্য্যাই বটে। তা' যখন শনি ঠাকুর আমার প্রতি নিতান্ত বাম, তখন আমার রাজ্যময় যে অতি শীঘ্র অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলভ-পতন প্রভৃতি নানা নৈসর্গিক উপদ্রব ঘটিবে, তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তা' আমার অপরাধে যে নিরীহ প্রজাবর্গ বিবিধ উৎপাত সহ্য

করিবে ইহা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না। বর্ত্তমান অবস্থায় বিবেচনা করি প্রজাগণের কষ্ট পরিহারার্থ সত্বর আমার রাজ্য পরিত্যাগ করাই বিধেয়। অতএব আমি কল্য প্রত্যূষে নিজ রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া কোন' দূরদেশে যাইব।

রাণী। মহারাজ! আমার গতি কি হইবে?

রাজা। তুমি চির-সুখোচিতা শিরীষকুসুম-সুকুমারী রাজমহিষী। তুমি কি আমার মত পথ-ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবে? আমি বোধ করি তোমার না যাওয়াই ভাল।

রাণী। মহারাজ! আমিইতো তাবৎ অনর্থের মূল। আমার পরামর্শেই তো এ বিপত্তি ঘটিল। আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া রাজভোগ কি ছার, আমি স্বর্গ সুখভোগ করিতেও চাহি না। আপনকার সঙ্গে বনে বাস করিয়াও আমি সুখিনী হইব। এ অধীনীকে ত্যাগ করিবেন না। যে কয়দিন আর প্রাণধারণ করি, য্যান মহারাজের শ্রীচরণ-কমল সেবন করিতে করিতে জীবন বিসর্জ্জন করি।

রাজা। দ্যাখ, পদব্রজে নানা দুর্গমস্থানে বিচরণ করাতে তোমার অতীব ক্লেশ হইবে, এই জন্যই কেবল আমি তোমাকে আমার সমভিব্যাহারিণী হইতে নিষেধ করিতেছি। তা' যদি সঙ্গে যাইতে একান্ত বাসনা হয় যাইবে।

রাণী। কৃতার্থ হইলাম। তা' নাথ! কিরূপ অবস্থায় নগর হইতে বহির্গত হইব?

রাজা। ছদ্মবেশে যাইতে হইবে, নতুবা প্রকৃতিবর্গ চিনিতে পারিলে বিভ্রাট ঘটিবে।

রাণী। তাহাই হইবে। যখন সঙ্গিনী হইবার অনুমতি পাইয়াছি, তখন আমি চরিতার্থ হইয়াছি। যেখানে থাকি মহারাজের চরণ সেবায় নিরত থাকিলে পরম সুখে আমার সময় অতিবাহিত হইবে। আমি জনশূন্য অরণ্যকেই সুরম্য হর্ম্ম্য-তল বিবেচনা করিব। মহারাজ না থাকিলে এ রমণীয় প্রাসাদও ভয়ঙ্কর শ্মশানের মত আমার চক্ষুঃ-শূল হইবে।

রাজা। বেত্রবতি!

(প্রতিহারীর প্রবেশ।)

প্রতিহারী। মহারাজ! আজ্ঞা করুন।

রাজা। দ্যাখ তুমি শীঘ্র যাইয়া বয়স্য বসন্তকে আহ্বান কর।

প্রতিহারী। যে আজ্ঞা মহারাজ!

(প্রতিহারীর প্রস্থান।)

(বিদূষকের প্রবেশ।)

রাজা। (বিদূষকের প্রতি) বয়স্য! শনিঠাকুরের তৃপ্ত্যর্থে যে কিছু শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করিতে হয় কল্য প্রভাতে তাহা করিবে। যা কিছু অর্থের আবশ্যক হইবে আমার নাম করিয়া কোষাগার হইতে লইবে। দেখ য্যান অর্থব্যয় বিষয়ে কৃপণতা না হয়।

বিদূষক। (সহাস্যমুখে) যে আজ্ঞা মহারাজ!

(বিদূষকের প্রস্থান।)

রাজা। বেত্রবতি!

(প্রতিহারীর প্রবেশ।)

রাজা। (প্রতিহারীর প্রতি) অমাত্য যোগন্ধ-রায়ণকে অ্যাকবার এখানে আসিতে বল।

(প্রতিহারীর প্রস্থান।)

(যোগন্ধরায়ণের প্রবেশ।)

রাজা। (যোগন্ধরায়ণের প্রতি।) দেখুন, আপনকার উপর একটী গুরুকার্য্য ভার অর্পণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আপনি আমার পিতার আমলের বহুদর্শী মন্ত্রী; সুতরাং আপনার দ্বারা যে সে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে তদ্বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। শনিঠাকুর যে আমার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হইয়াছেন তাহাতো আপনি অদ্য প্রভাতে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। তা' আমি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া না গেলে রাজ্যের কিছুতেই কল্যাণ নাই। প্রজাদিগকে আমার অপরাধে বিবিধ উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইবে। অতএব কল্য প্রত্যূষে আমি মহারাণীর সহিতপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া দেশান্তরে যাইব। আমার অবর্ত্তমানে আপনি রাজ্য শাসন করিবেন। কি কারণে কোথায় গেলাম ইহা আমি মহিষী আর আপনি এই তিন জনমাত্র জানিলাম। দেখিবেন এ বৃত্তান্ত য্যান চতুর্থগামী না হয়। প্রজারা য্যান ঘুণাক্ষরে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে না পারে, ক্যাননা অনেকে কেবল

রাজদণ্ডের ভয়ে ন্যায়পথে চলে। সত্য কথা প্রচার হইলে প্রজাবর্গ উচ্ছৃঙ্খল হইবে। অরাজক জনপদে নানা দোষ সম্ভূত হয়, রাজাই উদ্বৃত্ত লোকদিগকে দণ্ডবিধান করিয়া শাসন করেন বলিয়া রাজ্যের স্থিতি ঘটে। আমরা তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে বহির্গত হইয়াছি, ইহাই ঘোষণা করিবেন। এতদতিরিক্ত অন্য কিছু যান প্রকৃতিবর্গের কর্ণগোচর না হয়।

যোগন্ধরায়ণ। বিপৎপাত হইবে আশঙ্কা করিয়া অগ্রেই রাজধানী ত্যাগ করিবেন।

রাজা। যখন বিপৎ অবশ্যম্ভাবিনী, তখন অনর্থক প্রকৃতিবর্গকে বিপদে জড়িত করিবার প্রয়োজন কি?

যোগন্ধরায়ণ। মহারাজকে আর এ সম্বন্ধে কি উপদেশ দিব।

(যোগন্ধরায়ণের প্রস্থান।)

রাণী। নাথ! পথে যাইবার জন্য কিছু সম্বল সঙ্গে থাকা কর্ত্তব্য; অতএব আমি ভগবতী কমলা প্রদত্ত অমূল্য মুক্তাহার এবং কন্থার

মধ্যে করিয়া কিঞ্চিৎ হীরকাদিরত্ন সঙ্গে লইতে বাসনা করি। মহারাজের কি অনুমতি হয়?

রাজা। (ঈষৎ হাসিয়া) তোমার যেরূপ অভিরুচি হয় করিও। ফলকথা যখন ছদ্মবেশে গুপ্তভাবে যামিনীযোগে যাত্রা করিব, তখন উহা ব্যবহার করিবার কি অবসর ঘটিবে?

রাণী। মহারাজ! সঙ্গে থাকিলে কি ক্ষতি? হঠাৎ যদি প্রয়োজন হয় সে সময়ে কোথায় পাওয়া যাইবে?

রাজা। প্রিয়ে! যা' ভাল বোধ হয় করিও সে বিষয়ে আমার আপত্তি নাই। তবে প্রাকৃত জনের ন্যায় শোকাভিভূত হওয়া হ'বে না। প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইলে পর্ব্বত যদি বৃক্ষের মত চঞ্চল হয়, তবে তাহার আর অন্তঃসার কোথায়? অচলের আর অচলত্ব রহিল কৈ? ফলতঃ বিকারের কারণ সত্ত্বে যাঁহাদের চিত্ত-বিকৃতি না জন্মে, তাঁহারাই প্রকৃত ধীর বলিয়া গণ্য হন। অতএব আমরা কোনও প্রকারেই অবসন্ন না হইয়া ধৈর্য্য সহকারে সমুদায় বিপদের সম্মুখীন হইতে

চেষ্টা করিব। ভবিষ্যতে কেহ যান এ কথা না বলিতে পারে যে, শ্রীবৎস সামান্য রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া শোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল। ঐ দ্যাখ ভগবান্ সূর্য্যদেব আমার প্রতি সদয় হইয়া ইহাই উপদেশ দিয়া অস্তগমনোন্মুখ হইতেছেন, পতন অবশ্যম্ভাবী হইলে কেহই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। দ্যাখ, পতনোন্মুখ ব্যক্তি একটী মাত্র কর প্রসারিত করিয়া কোনও বস্তু অবলম্বনপূর্ব্বক রক্ষা পায়। কিন্তু আমি সহস্রকর হইয়াও সময়োপনীত সুতরাং অপরিহার্য্য অধঃপতন হইতে কিছুতেই রক্ষা পাই-লাম না। কিন্তু তাই বলিয়া লুপ্তধৈর্য্য হই নাই। প্রত্যূষে যে তাম্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উদয়াচলে দ্যাখা দিয়াছিলাম, সেই আরক্ত মূর্ত্তিতেই অধঃপতিত হই-তেছি। বস্তুতঃ যাঁহারা প্রকৃত মহান্, কি সম্পদ কি বিপদ সকল অবস্থাতেই তাঁহারা তুল্যরূপ থাকেন; কদাচ হর্ষবিষাদে অধীর হন না। তা'এস আমরা সম্প্রতি সায়ংকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম সম্পা-দন করিতে দেবগৃহে গমন করি। শীঘ্রই বৈতালিক-গণের সান্ধ্য সঙ্গীত আরব্ধ হইবে। বেত্রবতি!

(প্রবিষ্ট হইয়া)

প্রতিহারী। মহারাজ! আজ্ঞা করুন।

রাজা। দেবগৃহে যাইব, পথ প্রদর্শন কর।

প্রতিহারী। মহারাজ! এই দিকে আসুন

সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে।

রাগিণী পূরবী—তাল আড়া ঠেকা।

দিনমণি অস্তাচলে, ঐ বুঝি যায় চলে';
স্বকরে রঞ্জিত করে' প্রকৃতি-মুখকমলে।
নবীন নীরদ রাজি কি সুন্দর সাজে সাজি';
সিন্দূর ছটারি ঘটায় ভুলায় ভাবুক-দলে।
হেরিলেই মনে লয়, সুমেরু শিখর চয়,
জড়ীভূত হ'য়ে রয়, সুনীল অম্বর-তলে।
বিভুপ্রেম-রাগে ভরা, রক্তমূর্ত্তি বিশ্বম্ভরা;
ভাসিছে উল্লাসভরে যেন আনন্দাশ্রুজলে।
আমরি! কি মনোলোভা, পশ্চিম গগনের শোভা!
স্বর্ণদীর স্বর্ণ-বর্ণাভা বুঝি ঐ উঠে উথলে'।
কভু হয় অনুমান, বিচিত্র নন্দনোদ্যান;
হরিতে বিশ্বের প্রাণ, জুড়ায় নয়ন যুগলে।
অনুপমা এ সুষমা প্রচারে তাঁ'রি মহিমা;
চিত্রিত এ বিশ্বচিত্র যে কারুর তুলিকাতলে।

হেরে' কোন্ সহৃদয় ভাবে না বিভোর হয়;
না ভাবে ভাবময় ভূপে ভবের ভাবনা ভুলে'।
পবন তপন শশী গ্রহতারা দিবানিশি;
অবনত শিরে যাঁহার নিদেশ মানিয়া চলে।
যে'তে ভব সিন্ধুপারে সে দয়াল কর্ণধারে;
প্রাণভরে ডাক যাবৎ না পড় কাল-কবলে॥

যবনিকা পতন।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

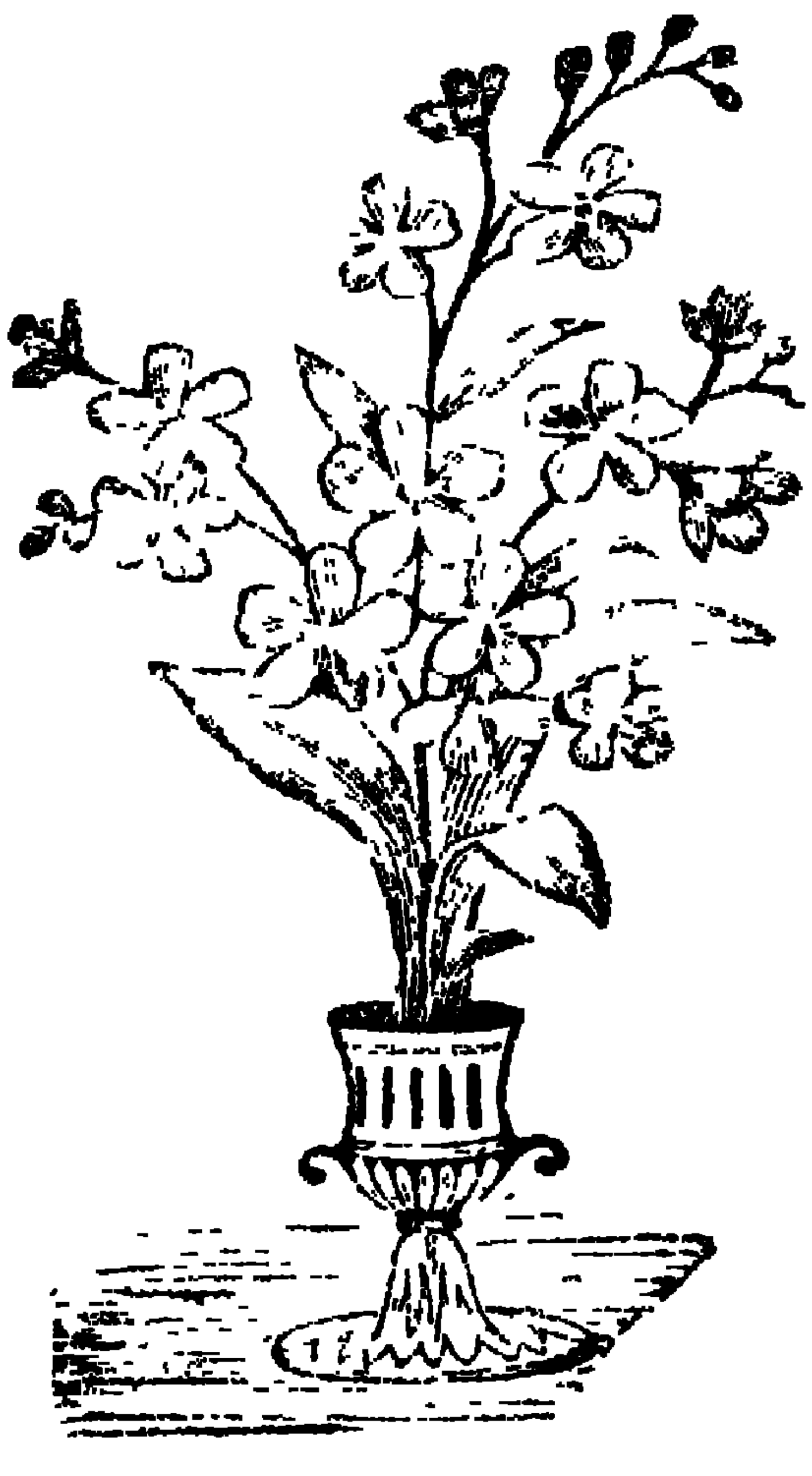

চতুর্থ অঙ্ক

রাজ পথ।

(ছদ্মবেশে রাজা ও রাণীর প্রবেশ।)

রাজা। প্রিয়ে! রজনী প্রভাতপ্রায়। রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বে নগরের বাহিরে না যাইতে পারিলে প্রজাবর্গ আমাদিগকে দেখিয়া চিনিতে পারিবে। অতএব একটু সত্বর আসিবার চেষ্টা কর।

রাণী। মহারাজ! আর কতদূর যাইতে হইবে, আমরা কি রাজ্যের সীমা অতিক্রম করি নাই?

রাজা। প্রিয়ে! এই কতিপয় পদ আসিয়াছি মাত্র; অ্যাখনও আমরা রাজধানী উত্তীর্ণ হই নাই। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বগত) হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? যদি জানিতে দু'দিন পরে সুখভোগ হইতে বঞ্চিত করিবে, তবে আমাদিগকে

চিরদুঃখী কর নাই ক্যান? তা' হ'লেতো এতাদৃশ গুরুতর ক্লেশানুভব হ'ত না। (রাণীর প্রতি) প্রিয়ে! শিরীষকুসুমপেলবা চিরসুখোচিতা তুমি অনভ্যস্ত পথভ্রমণ-ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবে না ভাবিয়াই তোমাকে আমার সঙ্গে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। দ্যাখ, তুমি সঙ্গে থাকাতে আমাকে বিবিধ প্রকারে অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে।

রাণী। নাথ! অভ্যাসবশতঃ দু'দিন পরে পথশ্রম ক্রমে সহ্যবেদন হ'বে। আমাদের অসঙ্খ্য দরিদ্র প্রজাতো সহাস্যমুখে কত কষ্টকর কার্য্য করিতেছে। কিছুদিন পরে আমিও তাহাদের মত অম্লানবদনে সর্ব্ব প্রকার ক্লেশ সহিব।

রাজা। প্রিয়ে! মঙ্গলময় ঈশ্বরের উপরে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকিলে মানুষ তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া যে কোনও অবস্থাতেই সুখী হইতে পারে। ফলতঃ তিনি আমাদিগকে যখন যে দশায় রাখিবেন, তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া সেই সর্ব্বেশ্বরের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে যার-পর-নাই মহা পাপের কার্য্য।

আমরা কেবল ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়াই সর্ব্বদা দুঃখানুভব করি। যদি নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করি, যদি কত শত সহস্র লোক আমাদের অপেক্ষা শতসহস্রগুণে অধিকতর দুঃখভোগ করিতেছে, স্থিরচিত্তে অ্যাক-বার ইহা চিন্তা করি, তা'হ'লে নিশ্চিত আমরা আপনাদিগকে অসীম সৌভাগ্যশালী বোধ করি, এবং আমাদের প্রতি ভগবানের অকারণ এতাদৃশ অপার অনুগ্রহ প্রদর্শন নিবন্ধন সেই অনন্ত করুণাময় পরম পিতার নিকটে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ হই। ফল-কথা, সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদের জীবনধারণের উপযোগী কোনও বস্তুই আমাদিগকে পর্য্যাপ্তপরিমাণে প্রদান করিতে ত্রুটি করেন নাই। আমরা যদি বিলাসী বা আরামপ্রয়াসী না হইতাম, তা'হ'লে এ ভবপ্রাঙ্গণে কোনও বস্তুরই অভাব অনুভব করিতাম না। খাদ্য, জল, বায়ু, অগ্নি, আলোক প্রভৃতি পদার্থ প্রাণ ধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ভাবিয়া তিনি অযাচিতভাবে সেগুলি তাঁহার বিশ্বরাজ্যের সর্ব্বত্র সুলভ করিয়াছেন। এ অনন্ত বিশ্বভাণ্ডারে যে সমুদায় লাভ করিতে

কাহাকেই সমধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। সে পক্ষে বিশ্বপতির এ সুবিশাল বিশ্বরাজ্য অবারিত দ্বার। তদ্বিষয়ে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ইতর বিশেষ নাই। ভগবান্ নিরপেক্ষ। তিনি সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি; তাঁহার এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কোনও বিষয়েই অণুমাত্র পক্ষপাত নাই। মানুষের মত তিনি অনুরোধ, উপরোধ বা উৎকোচের বশীভূত হন না। কোটি কোটি অনন্ত জগৎ যাঁহার অনন্ত বিভূতির পরিচয় দিতেছে, ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর মানব সেই রাজরাজেশ্বর বিরাটপুরুষকে কি উৎকোচ দিয়া বশ করিবে। তবে তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে হইলে শুদ্ধ আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রয়োজন হয়।

প্রাণাধিকে! আহা প্রেমময় ভগবানের গুণের কি সীমা আছে? কাহার সাধ্য সেই অপার মহিমার্ণবের যথাযথ বর্ণন করে। তিনি বাক্য এবং মনের অতীত। অভ্রান্ত বেদবেদান্ত ও চূড়ান্ত তদন্ত করিয়া তাঁহার, অন্ত পাওয়া দূরে থাক্, এক-দেশমাত্র নিরূপণে অসমর্থ। প্রিয়ে! তাঁহার গুণের কথা কি বলিব। তিনি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের

একাধীশ্বর হইয়াও নিরন্তর ক্ষুদ্রতম কীটাণুর প্রতি স্নেহদৃষ্টি রাখেন। তিনি নিতান্ত অসহায় দীন হীন জনের ও নিয়ত সংবাদ লন। যাহারা ঈশ্বরত্যাগী ঘোর নাস্তিক,—যাহারা জীবনধারণে ভুলেও কখনও তাঁহাকে ডাকেনা,—যাহারা প্রাণান্তেও কদাপি তাঁহাকে চায় না, সেই সকল মহাপাপিষ্ঠ পাষণ্ডগণের ও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষুর ন্যায় অযাচিত-ভাবে উপস্থিত হইয়া বারংবার তাহাদিগকে স্বর্গের পথ দ্যাখাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আমরা এরূপ অপদার্থ,—সাংসারিক মোহে অভিভূত হইয়া এরূপ অন্ধপ্রায় হইয়াছি যে, যিনি অকাতরে জীব-জগতের উপরে অজস্র করুণাবারি বর্ষণ করিতে-ছেন, সেই অশেষ মঙ্গলালয় অতুল দয়াল স্বর্গীয় পিতাকে উপেক্ষা করিয়া—তাঁহার বিশ্বজনীন নিখিল সৃষ্টি কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া,—প্রাণান্তকরী দুরাশার ছলনায় হতবুদ্ধি হইয়া,—নিজ কল্যাণসাধনপ্রবৃত্তির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া,—আপাত রম্য অথচ পরিণাম বিরস অলীক সুখ-লালসায় মুগ্ধ হইয়া—ক্ষিপ্তপ্রায় ইতস্ততঃ ধাবমান

হই। হায়! আমরা কৃতঘ্নতার এরূপ চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছি যে, যিনি দয়া করিয়া আমাদিগকে দেহ প্রাণ জীবন প্রভৃতি যথাসর্ব্বস্ব দিয়াছেন, দিনান্তে অ্যাকবার কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহাকে স্মরণ করিবার অবসর পাই না। আমরা পরিণাম-দর্শিতায়ও অ্যাককালে জলাঞ্জলি দিয়াছি; ক্যাননা তিনিই যে আমাদের পরম শরণ, জীবনে মরণে অদ্বিতীয় সুহৃৎ, অ্যাকমাত্র নিস্তার কর্ত্তা, পরলোকে দাঁড়াইবার স্থল, এ জ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইয়াছি। এরূপ নিত্য সত্য পরম হিতৈষী চিরসখাকে না চিনিয়া মানুষ যে অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর তুচ্ছ বস্তুর জন্য লালায়িত হয়, মানুষের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্যের বিষয় অন্য কি হইতে পারে!

চিন্তা। নাথ! আমাকে সঙ্গে না আনিলে এ অধীনীর এরূপ জ্ঞানপ্রদ বাক্যামৃত শ্রবণ করিয়া কর্ণ জুড়াইবার কোন'ক্রমেই সুবিধা ঘটিত না।

রাজা। প্রিয়ে! আমিও যে তোমার মত জীবিতোপমা চিত্তরঞ্জিনী সঙ্গিনী হারা হইলে একান্ত বিষাদগ্রস্ত না হইতাম তাহা নহে, তবে আমি কেবল

তোমার পথক্লেশ পরিহারার্থ একাকী আসিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। অকস্মাৎ একি বিষম বিভ্রাট উপস্থিত! এতাবৎকাল নানা কথা প্রসঙ্গে অভিনিবিষ্ট থাকায় অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে অগ্রে এবিপত্তি লক্ষ্য করি নাই, অ্যাখন দেখিতেছি সম্মুখে অ্যাক মার্গরোধিনী সুবৃহৎ নদী বহিতেছে। আপাত দর্শনে এ নদী সুদুস্তর বলিয়া অনুমান হইতেছে। অথচ নদীগর্ভে নৌকাও দেখিতেছি না। এক্ষণে এতাদৃশ ঘোর দুর্য্যোগে কি উপায় করা যায়? বামদিকে দেখিতেছি ভয়ঙ্কর শ্মশানভূমি, সুতরাং ও স্থানে গিয়া আশ্রয় লইবারও সুবিধা নাই। জানিনা এ সমস্ত শনিগ্রহের মায়াপ্রভাবজাত কিনা?

চিন্তা। (শনির আবেশবশতঃ বিকৃতচিত্ত হইয়া) মহারাজ! এ নদী সবিশেষ দয়া করিয়া আমাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া নিজপতি রত্নাকরের উদ্দেশে ধাবিত হইতেছে, কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা পতিসেবা করিবে। (অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক) অয়ি তরঙ্গিণি! তুমি পতিসঙ্গমোৎসুকা হইয়া যে বিশুষ্ক পুষ্পোপহার সঙ্গে লইয়া স্বামি সকাশে যাইতেছ, তাহা তব

প্রাণবল্লভ রত্নাকরের কিছুতেই পরিধানযোগ্য নহে। আমি রত্নাকর দুহিতা ভগবতী কমলার প্রসাদলব্ধ মণিময় হার তোমাকে প্রদান করিতেছি, তাহাই অনুরূপ উপঢৌকন হইবে। সদয় হইয়া তদ্গ্রহণ-পূর্ব্বক আমাদিগকে পথ ছাড়িয়া দাও। আমরা অক্লেশে পরপারে চলিয়া যাই। (এই বলিয়া উন্মত্ত, প্রায় কণ্ঠদেশ হইতে মুক্তামণিময় হার জলে নিক্ষেপ করিবামাত্র সম্মুখে নাবিকবেশে নৌকা লইয়া শনি উপস্থিত।)

রাজা। (নাবিকের প্রতি) আমি পত্নীর সহিত পারে যাইব, তোমাকে কি তরপণ্য বা পারি-শ্রামক দিতে হইবে বল এবং নৌকাখানি অপেক্ষা-কৃত কিঞ্চিৎ অধিক নিকটে আনয়ন কর।

নাবিক। (সন্নিহিত হইয়া বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক) কে তুমি এই ভীষণ রজনীতে অ্যাক পরম রূপবতী কামিনীকে সঙ্গে করিয়া শ্মশানপ্রদেশে ঘুরিতেছ? তোমাকে দেখিয়া আমার মনে এইরূপ সংশয় হই-তেছে যে, তুমি পরস্ত্রী হরণ করিয়া পাছে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া গমন করিলে কেহ অনুসরণ করে, এই ভয়ে দুর্গম শ্মশানপথ অবলম্বন পূর্ব্বক পলায়ন-

পরায়ণ হইয়াছ। এ অবস্থায় আমি সহসা তোমাদিগকে পরপারে লইয়া যাইতে সাহস করি না। তোমরা উপায়ান্তর দ্যাখ।

চিন্তা। (কুপিত হইয়া) রে অনাত্মবেদী শঠ! তুই যে এতাদৃশ মহাত্মাব্যক্তির নির্ম্মল চরিত্রের উপর এরূপ ঘৃণিত ভাবে কটাক্ষপাত করিয়া অ্যাখনও জীবিত রহিয়াছিস্, ইহাতে আমি চমৎকৃত হইতেছি। তুই যাঁর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের উপর সন্দিহান হইয়াছিস্; ইনি প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যকীর্ত্তি প্রাগ্‌দেশ নৃপতি শ্রীবৎস এবং আমি তাঁহার সহধর্ম্মিণী প্রাগ্‌জ্যোতিসেশ্বর চিত্রসেনের কন্যা চিন্তা। এই নির্দ্দোষ নৃপমণি ক্রূরগ্রহ শনি কর্ত্তৃক ঈদৃশী শোচনীয় দশায় পাতিত হইয়াছেন।

নাবিক। দেবি! শনি দেবতা হইয়া নিরপরাধ মনুষ্যকে পীড়ন করিয়া কি প্রকারে দেবসমাজে মুখ দ্যাখান? তাঁহার কি এরূপ ঘৃণিত কার্য্য করিতে লজ্জাবোধ হয় না?

রাণী। যার যে স্বভাব তাহা কিছুতেই অপগত হয় না। না ম'লে কি স্বভাব যায়? দ্যাখ বিমল-

সলিলবিহারী রোহিতমৎস্যের গাত্র হইতে যে বিস্র বা শল্কের দুর্গন্ধ নির্গত হয়, তা' কি তাহাকে কভু প্রাণ থাকিতে পরিত্যাগ করে ?

নাবিক। (এই কথা শুনিয়া তীরে অবতরণপূর্ব্বক সবিনয়ে) মহারাজ! আমার এ ক্ষুদ্র নৌকা অধিক ভার বহন করিতে পারিবে না। রাণীর কক্ষগতা কন্থার ভার আমি অগ্রে পরীক্ষা করিতে চাই।

রাণী। এই ধর। ইহা রত্নপূর্ণা। ইহার ভার অধিক নয় অতি যৎসামান্য।

নাবিক। রাজন্! এক্ষণে আমি চলিলাম। যাহাতে আমার প্রয়োজন, তাহা হস্তগত হইয়াছে। (অন্তরীক্ষগত হইয়া) রে শশধর-কুল-কলঙ্ক নৃপাধম! তুই আস্থানমণ্ডপে আমাকে অবজ্ঞা করিয়া যে সিন্ধুকন্যাকে কেবল বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বোধে সম্মানিত করিয়াছিলি, সম্প্রতি সে আসিয়া মুক্তাহার ও রত্নপূর্ণা কন্থা রক্ষা করুক্ না। তাহার কি সাধ্য যে সে আমার কোপ হইতে তোকে রক্ষা করিতে পারে। ত্রেতাযুগে এই জলধিকন্যাই জানকীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মদীয় প্রভাববশে

নিরন্তর নিশাচরী চেটীগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া বহু কাল তাহাদের মর্ম্মান্তিক তাড়না সহ্য করিয়া দশাননের অশোকবনে অবস্থিতি করিয়াছিল। মদীয় ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিয়া ত্রৈলোক্যাধিপতি বলি ভ্রষ্ট-রাজ্য হইয়া অদ্যাপি অন্ধতমসাচ্ছন্ন নাগলোকে অবস্থিতি করিতেছেন। অধিক কি বলিব, হর ও বিরিঞ্চি যাঁহার চরণ সেবা করেন, সেই লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুও আমার কোপে পড়িয়া কীট হইয়া পর্ব্বতে চক্র কর্ত্তন করিয়াছিলেন। ও রে বর্ব্বর! আমি তোর কাছে অধিক বাক্যব্যয় করিতে চাহি না। তুই অ্যাক্‌-মাত্র যার বলে ও যার দুস্ট পরামর্শে আমার অবমাননা করিয়াছিস্, তোর সেই চিন্তাকে শীঘ্র তোর সংসর্গ হইতে বিঘটিত করিয়া পুরুষান্তরের প্রতি অনুরক্তা করিতে পারিলে তবে আমার নিস্তার।

(যুগপৎ শনি নৌকা ও নদীর তিরোধান)।

চিন্তা। (শনির বাক্যবাণে অতীব মর্ম্মাহত ও বিষণ্ণবদন রাজাকে দুঃখাবেগে মুহ্যমান এবং পতনোন্মুখ দেখিয়া তাঁহাকে ধারণ পূর্ব্বক) নাথ! কি হইয়াছে? এরূপ কাতর হইলেন ক্যান? প্রকৃতিস্থ হ'ন।

রাজা। প্রিয়ে! শনি আমাকে এইরূপ এই রূপ কথা বলিয়া ভয় প্রদর্শন করাতে আমি ত্বদীয় অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইরাছি।

রাণী। মনুজেশ্বর! আপনি অকারণ শনিকে ভয় করিবেন না। ভগবতী কমলার যেরূপ প্রভাব সহস্র শনি একত্র করিলেও সে প্রভাবের সমকক্ষ হ'বেনা। অতএব আপনি ভগবতীর বদনারবিন্দ-বিনিঃসৃত বাক্যাবলী স্মরণ করিয়া সুস্থির হউন,এবং নিজ স্বাভাবিক ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সহিষ্ণুতার সহিত বিপৎ সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া জগতীতলে এরূপ অক্ষয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করুন যে,এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের অবসান হইলেও অনন্ত জীবন লাভ করিয়া যশঃশরীরে ধরাধামে চিরবিরাজিত থাকিবেন। রবিসুত শনৈশ্চরকে আমি তৃণ জ্ঞান করি। আমি যদি মহারাজের সঙ্গে থাকি, তা'হ'লে সেই ছিদ্রান্বেষী ক্ষুদ্র বিরূপ শনির কি সাধ্য মহারাজের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে। শনির কেবল মুখেই স্পর্দ্ধা। ভাল বলুন্ দেখি, কীটতুল্য শনি পরিশেষে মা জানকীর বা দময়ন্তীর কি ক্ষতি করিতে পারিয়াছিল? তাঁহারা

নিজ অমূল্য পাতিব্রত্য প্রভাবে ঘোর বিপত্তিসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ধরণীতলে চিরকীর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়াছেন। আপনি পতি-দেবতা এ চিন্তার জন্য চিন্তিত হইবেন না। চিন্তা সেরূপ জঘন্য মহিলা নয় যে অন্যের প্রতি আসক্তা হইবে। চিন্তাকে পতিপ্রাণা বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিবেন।

রাজা। প্রিয়ে! তোমার প্রবোধ-বাক্যে এবং ভগবতী কমলার সান্ত্বনা-বচন-স্মরণে আমি সম্প্রতি স্থিরচিত্ত হইয়াছি। অতএব ইহাই আমার মনের বাসনা পথিকদিগের নিকট হইতে বিদিতমার্গ হইয়া সৌতিপুর নগরোদ্দেশে যাত্রা করি।

রাণী। মহারাজের যাহা অভিপ্রেত, এ অধীনীরও যে তাহাই অভিলষিত, ইহা কি আবার জানিতে হয়? আমি সর্ব্বদাই সর্ব্বান্তঃকরণে মহারাজের আদেশ পালনে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত আছি।

(উভয়ে সৌতিপুর যাইবার পথে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে সন্তাপিত হইয়া কিঞ্চিৎ ক্ষণ বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত অ্যাক বট বৃক্ষের ছায়ায় উপবিষ্ট হইলেন।)

রাজা। প্রিয়তমে! অধুনা শূকরীও স্বল্পজল

পল্বলে অবগাহন পূর্ব্বক কর্দ্দমাক্ত কলেবর হইয়া প্রখর আতপ সন্তাপ নিবারণ করিয়া সচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছে, অথচ আমি এরূপ অধন্য যে, তুমি আমার অশেষ গুণবতী মহিষী ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া এই সুদুঃসহ সূর্য্য কিরণ সহ্য করিতেছ ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াও বিদীর্ণ-হৃদয় হই নাই।

রাণী। মহারাজ! সে জন্য অণুমাত্র খেদ করিবেন না। ভাল অবস্থায় আমিই তো সমস্ত সুখভোগের অর্দ্ধাংশহারিণী হইয়াছিলাম। এক্ষণে যদি ক্লেশের সমাংশভাগিনী না হই, তবে আর মনুষ্যত্ব থাকে কৈ? দুঃখ প্রকাশ করিবেন না।

(ইত্যবসরে গমনশীল অ্যাক মৎস্যজীবীর নিকট হইতে একটী শকুল (শোল) মৎস্য ভিক্ষা করিয়া)

রাজা। প্রিয়ে! এই মৎস্যটী দগ্ধ কর; যখন প্রাণ রক্ষার উপায়ান্তর নাই তখন এই মৎস্য ভক্ষণ করিয়াই অদ্যকার মত ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যা’ক্।

রাণী। (দগ্ধ মৎস্যের গাত্র সংলগ্ন ভস্ম ক্ষালনার্থ জলাশয়ে উহা নিমজ্জিত করিবামাত্র পুনরুজ্জীবিত হইয়া জল মধ্যে অদৃশ্য হইল দেখিয়া হাস্যপরায়ণ অন্তরীক্ষগামী শনির প্রতি) রে

নির্ঘৃণ গ্রহাধম! ঈদৃশ অসাধু কার্য্য করিয়া হাসিতে লজ্জা হয় নাই? হে শনি! দগ্ধ শকুল যে জীবিত হইয়া জলমগ্ন হইয়াছে, ইহাতে আমি উপকৃত বই অপকৃত হই নাই; ক্যাননা ইতিপূর্ব্বে যে হস্তে মহারাজকে দেব ভক্ষ্য খাদ্য প্রদান করিয়াছি, অদ্য সেই হস্তে দগ্ধ মৎস্য পরিবেশন করা উচিত নয়। অতএব সে জন্য আমি দুঃখিত নই। প্রত্যুত উপকার করিয়াছ বলিয়া তোমাকে নমস্কার করি। (অনন্তর হাসিতে হাসিতে রাজসমীপে যাইয়া অম্লান বদনে আমূল বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।)

রাজা। প্রিয়ে! এ দুঃখের অবস্থায় তোমাকে হাসিতে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইতেছি।

রাণী। (সস্মিত মুখে) যখন মহারাজের চরণ-পঙ্কজ ব্যতীত এ জগতে আমার অন্য ধন নাই, তখন তাহা অক্ষত থাকিতে আমার বিষাদিত হইবার কোনও কারণ নাই। মহারাজের রাজ্যাদি বিবিধ ধন নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং মহারাজ অনায়াসে তজ্জন্য সর্ব্বদা নিরতিশয় দুঃখানুভব করিতে পারেন।

রাজা। প্রিয়ে! ত্বদীয় মুখাম্ভোজ অপেক্ষা

রাজ্যাদি যে আমার অধিক প্রিয় এ মর্ম্মপীড়াদায়ক কথায় আমি যার-পর-নাই দুঃখিত হইলাম। ফলতঃ রাজ্যাদি নানা ভোগ্য বস্তু তোমার সঙ্গে আমার হস্তগত আছে বলিয়াই কেবল সেগুলি আমার প্রেমাস্পদীভূত দ্রব্য, অন্যথা নহে।

রাণী। প্রিয়তম! যদি প্রকৃতপক্ষে তাহাই হয়, তবে আর শনি আমাদের উভয়ের অ্যামন কি অনিষ্টসাধন করিয়াছে যে, তজ্জন্য আমরা এরূপ ভগ্ন হৃদয় হই এবং অতিরিক্ত দুঃখ প্রকাশ করি?

(প্রভাতে সপত্নীক রাজা সৌতিপুরের দক্ষিণ প্রান্ত প্রদেশ-নিবাসী কাষ্ঠজীবীদিগের আলয়ে উত্তীর্ণ হইলেন। কাষ্ঠিকগণ দম্পতীকে দেখিয়া এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিল।)

১ম কাষ্ঠিক। দেবরাজ ইন্দ্র কি অসুরগণের উপদ্রব সহ্য করিতে না পারিয়া শচীদেবীর সহিত স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদে বাস করিবার অভিপ্রায়ে বিজনে আমাদের আবাসে আসিয়াছেন?

২য় কাষ্ঠিক। আমার অনুমান হয় যে, দেব কন্দর্প হরকোপানলে ভস্ম হইবার পর বিধির কৃপায় কথঞ্চিৎ নিজমূর্ত্তি লাভ করিয়া ভবিষ্যতে

পুনরায় যাহাতে ঈদৃশী বিপত্তি না ঘটে, কেবল সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার অভিপ্রায়ে রতির সহিত এই বিজনস্থানে আশ্রয় লইতে আসিয়াছেন।

৩য় কাষ্ঠিক। ইহাও ঘটিতে পারে পূর্ণচন্দ্র রাহু-ভয়ে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া দেবী রোহিণীর সহিত এই নির্জনস্থানে সমাগত হইয়া থাকিবেন।

(কাষ্ঠিকগণ পরস্পর ঈদৃশ নানা কথা বলিয়া সমাদর পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে পর রাজা (নিজ আমূল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া) আমি পত্নীর সহিত আপনাদিগের শরণাপন্ন হইলাম; আমাকে কিঞ্চিৎ থাকিবার স্থান দিলে সবিশেষ উপকৃত হইব।

কাষ্ঠিকগণ। (একবাক্যে) মহারাজ! ভৃত্যগণকে ওরূপ কথা বলিয়া লজ্জা দেবেন না। সপত্নীক মহারাজকে আমরা গুরুর ন্যায় পূজা করিয়া কৃতার্থ হইব। হে মহাভাগ! আমাদের শরীর ও জীবন আপনাদের সম্পূর্ণ অধীন বলিয়া জানিবেন। আমাদের যে কি পর্য্যন্ত সৌভাগ্য তাহা আমরা অ্যাক মুখে বলিতে পারি না। আমাদের প্রতি মহারাজের সবিশেষ অনুগ্রহ থাকাতেই দয়া-করিয়া

এ কিঙ্করগণের আলয়ে পদার্পণ করিয়াছেন। তবে আমরা অতি দরিদ্র আমাদের এরূপ সংস্থান নাই যে, আমরা মহারাজের জন্য উপযুক্ত খাদ্যপানীয় সংগ্রহ পূর্ব্বক সমুচিত সেবা করিয়া চরিতার্থ হই।

রাজা। সে জন্য তোমাদিগকে চিন্তিত হইতে হইবে না। আমি প্রতি দিন তোমাদের সঙ্গে কাষ্ঠ-চ্ছেদন করিতে যাইব; তদ্বিক্রয়লব্ধ অর্থদ্বারা খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ হইবে।

(এই কথা বলিয়া রাজা প্রত্যহ তাহাদের সঙ্গে অল্পভার অথচ বহুমূল্য চন্দনকাষ্ঠ ছেদন করিয়া কাষ্ঠিকগণের সহিত পরমানন্দে সপ্তসপ্ততি দিবস নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত করিলেন।)

(সকলে নিষ্ক্রান্ত হইল।)

যবনিকাপতন।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

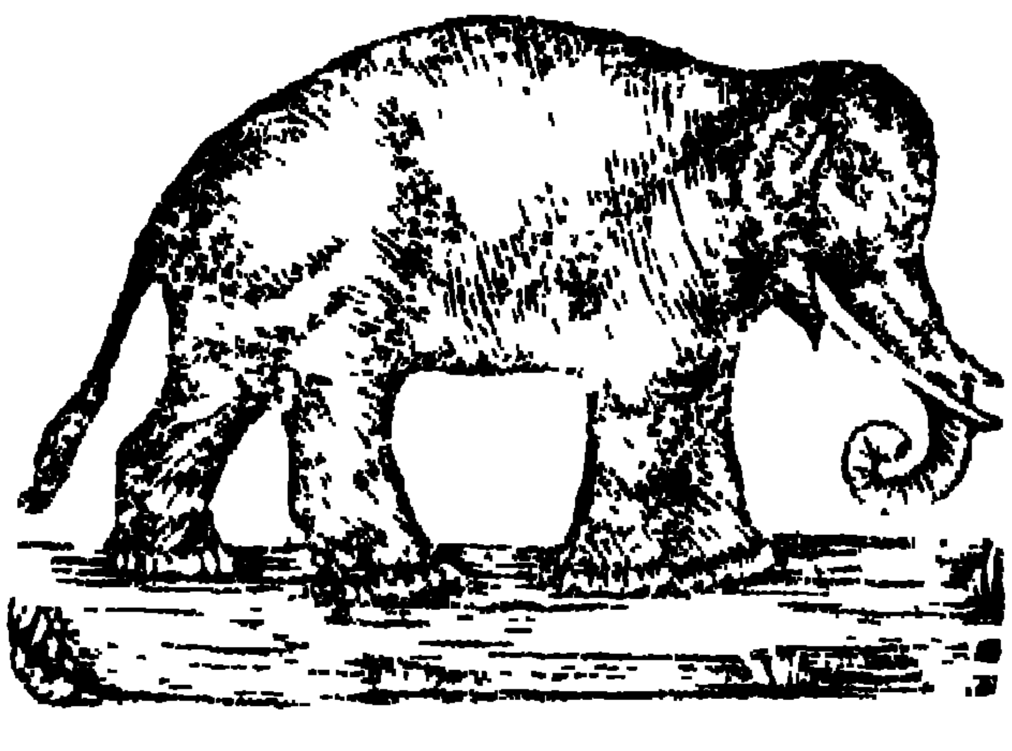

পঞ্চম অঙ্ক।

(শনির মায়ায় তীরে রুদ্ধনৌক বিপন্ন লক্ষপতি বণিকের সমীপে দৈবজ্ঞবেশে প্রবিষ্ট হইয়া)

শনি। হে সাধো ! তুমি বাণিজ্য-যাত্রার পূর্ব্বে নবগ্রহের পূজা না করায় এই আকস্মিকী বিপত্তি ঘটিয়াছে। তাহাই কর, নৌকার উদ্ধারসাধন হইবে। (তৎসম্পাদনানন্তর) দ্যাখ কাষ্ঠিকালয়ে সাধ্বী সদাচার-পরায়ণা অ্যাক রমণী থাকেন ; তিনি যদি সুপ্রসন্ন-মনে চরণদ্বারা নৌকা স্পর্শ করেন, তা' হ'লে ইহা বায়ুবেগ প্রাপ্ত হইবে। তাঁহার স্বামী প্রত্যহ প্রত্যূষে বনে কাষ্ঠ ছেদন করিতে যান এবং সায়ংকালে গৃহে ফিরিয়া আসেন। অতএব কল্য. সূর্য্যো-দয়ের পর তাঁহার নিকটে যাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিবে। যদি তাঁর কৃপা হয় তবেই নৌকার মুক্তিলাভ ঘটিবে তদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই। তিনি

পূর্ব্বজন্মে দক্ষকন্যা সতী ছিলেন। তিনিই সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে ত্রুটি করিও না। যদি সহজে তোমার প্রার্থনা পূরণ করিতে সম্মতা না হন, কিছুতেই নিবৃত্ত হইও না। অবলাজনের হৃদয় স্বভাবতঃ নবনীত-কোমল; সুতরাং রোদন করিতে দেখিলে অবশ্যই দয়ার্দ্র হইবেন। এই সকল লক্ষণ দ্বারা তুমি তাঁহাকে চিনিতে পারিবে। তিনি বল্কলধারিণী, ক্ষীণাঙ্গী, নিস্পন্দনয়না এবং সর্ব্বদা নাসাগ্র-নিবিষ্ট-দৃষ্টি।

(এই বলিয়া শনি তিরোহিত হইলেন।)

(পরদিন সূর্য্যোদয়ে বণিক্ কৃতস্নান, গললগ্নীকৃতবসন, গলদশ্রুনয়ন ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিবিধ প্রকারে স্তব করিয়া স্বীয় প্রার্থনা জানাইলে)

চিন্তা। হে বণিক্! আমি দক্ষসুতা সতী, কি জনকদুহিতা সীতা, কি সাবিত্রী বা দময়ন্তী ইঁহাদের মধ্যে কেহই নই। আমি চিত্রসেন রাজনন্দিনী চিন্তা। তুমি আমার সমক্ষে ঈদৃশ অযথা বাক্য বলিতেছ ক্যান? তুমি যে শনি ও আমাকে প্রতারণা করিতে আসিয়াছ, ইহা আমি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে

পারিয়াছি ; সুতরাং তোমার আর এখানে দুরভি-সন্ধি খাটিবে না। তুমি শীঘ্র এস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান কর।

বণিক্। হে মাতঃ! আপনকার অবিদিত তো কিছুই নাই; তবে অকারণ আমাকে শনিগ্রহ সম্ভাবনা করিয়া এ প্রকার তিরস্কার করিতেছেন ক্যান? এই আমি ভবদীয় পুণ্য চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ-গ্রহণ পূর্ব্বক বলিতেছি, আমি শনিগ্রহ নই এবং আমার মনে কোনও প্রকার দুস্টাভিপ্রায়ও নাই। অ্যাকজন জ্যোতির্ব্বিৎ গণনা করিয়া নৌকা উদ্ধারের এবম্বিন্ধ উপায় উপদেশ করাতেই অগত্যা আমি কাতর হইয়া জননীর শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইয়াছি। জননি! দয়া করিয়া এ নিরুপায় অভাগাকে রক্ষা করুন। এদাস চিরদিনের জন্য আপনকার শ্রীচরণে অচ্ছেদ্য ঋণপাশে বদ্ধ থাকিবে। আমি কৃতঘ্ন নই, সর্ব্বত্র মার যশোগান করিব। জননি! শনিগ্রহেরই বা কিসে অ্যাত শক্তি হবে যে, সে ভবাদৃশ সাধ্বী-শিরোমণির অনিষ্টসাধন করিয়া উঠিবে।

(সাধুর অনুনয়ে চিন্তা সদয় হইয়া নৌকায় গিয়া পদার্পণ

করাতে নৌকা তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইলে চিন্তার অবতরণ সময়ে দৈবজ্ঞবেশে উপস্থিত)

শনি। হে সাধো! কর কি? ইঁহাকে পরিত্যাগ করিও না। সঙ্গে লইয়া যাও। পথে ঈদৃশী বিপত্তি ঘটিলে উপকার দেখিবে। ইনি প্রাগ্‌দেশরাজ শ্রীবৎসের চিন্তা নাম্নী পতিব্রতা মহিষী। শনির প্রকোপে ভ্রষ্টরাজ্য হইয়া স্বামীর সহিত বনচারিণী হইয়াছেন। শনির সঙ্কল্প ইঁহাকে পরানুরক্তা করে। যে ব্যক্তি ইঁহাকে বশবর্ত্তিনী করিতে পারিবে, সে অসংশয় সসাগরা ধরিত্রীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইবে।

চিন্তা। (ঈদৃশী কথা শুনিয়া, ক্রোধে কম্পিতাধরৌষ্ঠ হইয়া বলিলেন) রে মূঢ়! তোর গণনাকে ধিক্। তুই কি বলিতেছিস্ আমি পুরুষান্তরে অনুরক্তা হইলে সৌরির প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে। রে পাপিষ্ঠ! তোর মস্তকে ক্যান যে অ্যাখনও বজ্রপাত হইল না ইহাতে আমি চমৎকৃত হইতেছি। তোর যখন আমার প্রতি ঈদৃশী কুদৃষ্টি, তখন তুই যে, শনি সে সম্বন্ধে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই যে

তুই আমার কথায় পলায়নোদ্যত হইতেছিস্ ক্যান? কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর্। ঐ যা তুই আমার সম্মুখ হইতে অ্যাক্‌বারে অদৃশ্য হইলি?

বণিক্। (চিন্তার চরণ ধরিয়া) জননি! এস্থান হইতে আপনকার বাসভূমি দশযোজন পথ দূরে অবস্থিত। আপনকার পাদপদ্ম-স্পার্শগুণে মদীয় নৌকা বায়ুবেগ অতিক্রম করিয়া ধাবিত হইতেছে। কিছু দিন ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক নির্ভয়ে নৌকায় অবস্থান করুন। শীঘ্র মদীয় বাণিজ্য-কার্য্যাবসানে জননীকে নিরাপদে আপনকার প্রাসাদে লইয়া যাইব। আপনকার মহাযশাঃ অতি উদার প্রকৃতি পুণ্যাত্মা পতি শ্রীবৎসরাজ সসাগরা ধরিত্রীর একাধীশ্বর। তিনি বিশ্বমান্য। অ্যামনকি মদীয় ভূপালও অবনত মস্তকে তাঁহাকে কর প্রদান করেন। এ ক্ষুদ্র দাসানুদাসের নিকট হইতে কোনও প্রকার অনিষ্টাশঙ্কা না করিয়া স্বগৃহনির্ব্বিশেষে কতিপদ দিবস মাত্র নিরাপদে এই নৌকার মধ্যে অবস্থিতি করিয়া পাদাবনত কিঙ্করকে কৃতার্থ করুন। (বণিকের কথাবসানে)।

চিন্তা। (বদ্ধাঞ্জলি, মুদ্রিতনেত্রা, স্থিরাঙ্গী ও সূর্য্যাভিমুখী হইয়া)।

রাগিণী গাড়া ভৈরবী—তাল একতালা।

একদা কি সুখে হ'ল কাল যাপন ;
ক্রূর গ্রহ শনি, হানীতে অশনি,
কি দীন হীন দশা অ্যাখন।
রাজার নন্দিনী, রাজাধিরাজরাণী,
এবে কিনা বণিক্-কিঙ্করী বন্দিনী,
দুঃখ সংবেদন তরে নারায়ণ! ক্যান রাখ ছার জীবন।
না যাচিতে নিধি, হাতে দিলে বিধি!
কে দিল তোমারে তা' হরিতে বিধি
যদি মনে ছিল, ঘটা'বে জঞ্জাল, ক্যান দত্তাপহরণ।
যদি নৃপমণি, গ্রহণ করে' পাণি,
না করিতেন আমায় নিজ পাটরাণী
চির অভাগিনী, হ'তনা দুঃখিনী, না ঘটায় সুখাস্বাদন
অদৃষ্টেরি ফলে, ঘটিল হায়! কালে,
সিংহের গৃহিণী শৃগালের ভালে.
এ মরমের ব্যথা, সরমের কথা,
বুঝ্‌বে বা শুন্‌বে কোন জন।
কি প্রকার সুখিনী ছিল এ দুঃখিনী,
তব অবিদিত নয় অম্বরমণি!
হায় বিশ্বলোচন! কি কার্য্য সাধন,
করে'ছে তব নন্দন।
বল নাথ! ক্যামনে, সতীত্ব রতনে,
রাখিব অবলা ভয় হয় মনে,

তাই শ্রীচরণে, সজল নয়নে, জানাই এ দীন আকিঞ্চন।
দেব দিবাকর! কৃপা করে' হর, সত্বর মম এ মূরতি সুন্দর ;
পড়িয়া বিপদে নিবেদি শ্রীপদে, কর দুর্গতি খণ্ডন।
হে বিশ্ব-প্রকাশ, দেব স্বপ্রকাশ! শ্রীনিবাস-বাস!
ঘুচাও বিভো! ত্রাস ; না করিয়া নিরাশ, দিয়া সমাশ্বাস,
কর নাথ! জীবন রক্ষণ।

(নেপথ্যে)

যাই এ প্রার্থনা, ভুজঙ্গ-ভূষণা, মর্কট-বদনা, বিকট-দশনা ;
কঙ্কালাবশেষা, জরা শুক্ল-কেশা, রাজযোষা হ'ল তখন।

বণিক্। (তদ্দর্শনে ভীত হইয়া) মাতঃ! সন্তানের নিকটে সতীত্বনাশের আশঙ্কা করিয়া এ কি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন? আমি আপনাকে গর্ব্ভধারিণী হইতে নির্ব্বিশেষ দেখি। আপনি নিরুদ্বেগে দুই চারি দিন মাত্র মদীয় নৌকায় অবস্থান করুন। আমি শীঘ্রই মস্তকে করিয়া আপনাকে অভিলষিত স্থানে রাখিয়া আসিব।

সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

ইতি পঞ্চম অঙ্ক।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

(কাষ্ঠচ্ছেদনানন্তর প্রদোষে বন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে)

রাজা। (স্বগত) একি! সহসা বামাক্ষি স্পন্দন হ'তেছে ক্যান? ভ্রষ্টরাজ্য, অর্থহীন ও বনবাসী হইয়া গুরুতর কায়িক পরিশ্রম করিয়া অতি কষ্টে কথঞ্চিৎ দিনপাত করিতেছি, ইহাতেও কি অভাগার নিস্তার নাই? সে যাহা হউক, শনৈশ্চর আমাকে যতই কষ্ট দিন না ক্যান, পতিপ্রাণা প্রিয়তমা চিন্তা সুস্থদেহ থাকিলে আমি সে সমুদায়কে তৃণ জ্ঞান করি; ক্যান না দুঃখ তিমির-ধ্বংসে সে আমার প্রদীপ্ত ভাস্কর। সে থাকিলে আমার আর পরিচারিকার প্রয়োজন হয় না। তদীয় বাণী আমার কর্ণামৃত ও বুদ্ধি বিপৎসাগর-তরণে তরণী স্বরূপ। তবে হাঁ শনি চিন্তা-সম্বন্ধে আমাকে যে বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছে, তৎস্মরণে অনুক্ষণ আমার চিত্ত কম্পিত হ'তেছে। যখনি তাহা মনে পড়ে, হৃদয় অ্যাককালে অন্তর্দগ্ধ ও

ভূতকে জীব জগতের প্রয়োজন সাধনার্থ ক্রীত-দাসের মত পরিচর্য্যা–কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন, যিনি জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে অনন্তকোটি জীবের প্রাণধারণের ও আরামের পক্ষে উপযোগী নানা-বিধ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া প্রত্যহ জননীর ন্যায় এই অবারিত দ্বার সুবিশাল বিশ্বভাণ্ডার সুসজ্জিত রাখেন, সেই অপার প্রেমার্ণবের সাধের প্রেমরাজ্যের উপর দিয়া অকারণ রক্তনদী প্রবাহিত করিয়া কলঙ্কিত করিবার তুমি কে ? দুরাত্মন্ ! অন্য কেহ হইলে ঈদৃশ দৌরাত্ম্যের শতাংশের একাংশও সহ্য করিতে পারিত না। তবে তাঁহার নাকি সহিষ্ণুতার সীমা নাই, তিনি নাকি অপার কৃপা-পারাবার ; তাই তিনি তোমার মুণ্ডের উপর বজ্রদণ্ডপাত না করিয়া নিস্তব্ধভাবে তোমাকে রাজ-সিংহাসন হ'তে সরাইয়া দিয়াছেন। বলি তাঁর কি লোকের অভাব ? রাজ্যশাসনের জন্য তিনি অ্যাকজন যোগ্যতর ব্যক্তিকে মনোনীত করিবেন। রাজ্যপালনের জন্য তোমাকে অকারণ চিন্তিত হইতে হইবে না। মানিলাম তুমি বিশ্ববিজয়ী। ভাল,

তুমি কি নিজ অন্তঃশত্রু দুর্জ্জয় কাম ক্রোধাদিকে জয় করিয়াছ? তুমিতো তাহাদের ক্রীতদাস। তাহাদের হস্তে ক্রীড়নক বা ক্রীড়াপুত্তলিকা। তবে তোমার আবার দিগ্বিজয় কি? বড়ই লজ্জার কথা। ধিক্ তোমার বিজিগীষাকে? জীবনধারণে আর কখনও দিগ্বিজয়ের নামোচ্চারণ করিও না। তোমার ন্যায় অধীর ও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যে কি সাহসে সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের সুদুর্ব্বহ শাসনভার বহনের নিমিত্ত ব্যগ্রতা ও আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করে ইহার কিছুই ভাব বুঝিতে পারি না। অগ্রে ন্যায়পরতা কা'কে বলে শিক্ষা কর, পশ্চাৎ হস্তে রাজদণ্ড ধারণের প্রয়াস পাইও। এ কথা য্যান সর্ব্বদা স্মরণ থাকে।

বলি শ্রীবৎস! তুমি রাজ্য হারাইয়াছ বলিয়াইতো তোমার এরূপ গাঢ়োদ্বেগ ও এতাদৃশী মর্ম্মবেদনা? তা'তো ভালই হইয়াছে। তোমার পক্ষে ইহা অনুকূল গলহস্ত। তুমি ইহাকে নিগ্রহ ভাবিতেছ ক্যান? তুমি ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, বিধাতা তোমার প্রতি বিশিষ্টরূপে সদয় হইয়া বিলক্ষণ অনুগ্রহ প্রদর্শনই করিয়াছেন। তিনি

তো ক্ষুদ্র মানুষের মত দুর্ব্বলচিত্ত ন'ন যে, যৎ-সামান্য অপরাধচ্ছলে কদাপি কাহারও প্রতি হিংসা করিবেন। তিনি তোমাকে রাজ্যপালন বিষয়ে একান্ত অশক্ত দেখিয়া প্রকৃত কল্যাণ সাধনোদ্দেশে তোমাকে সুদুঃসহ রাজ্যভার-বহন-ক্লেশ হইতে অ্যাকবারেই বিমুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তুমি রাজদণ্ড হস্তে লইয়া স্বর্ণ সিংহাসনোপরি চিত্রপুত্তলিকার মত উপবিষ্ট হইয়া নিরন্তর রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে অ্যাককালে আত্মহারা হইয়াছিলে,—তোমার অণু-মাত্র অন্তর্দৃষ্টি ছিল না,—এ সুবিশাল বিশ্বরাজ্যে তুমি যে, সেই অপার মহিমার্ণব বিশ্বেশ্বরের কীদৃশ অকিঞ্চিৎকর একটী ক্ষুদ্র প্রজা, এ জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়াছিলে,—তুমি যখন সসাগরা ধরিত্রীর একাধি-পতি তখন তোমার উপরে আবার অ্যাকজন সর্ব্ব-ময় কর্ত্তা, অ্যাকজন ন্যায় দণ্ডধর অদ্বিতীয় শাসন-কারী থাকিতে পারেন, জীবনধারণে কদাপি ভুলেও এ চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান না দিয়া এ বিপুল ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে, তখন আর এ দশা-পরিণামকে অনুরূপ বোধ না করিয়া মন্দ বিবেচনা

কর ক্যান? এক্ষণে প্রচুর সময় পাইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় অবনত মস্তকে ও সন্তুষ্ট চিত্তে নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে লিপ্ত হও,—আত্মজ্ঞান লাভ কর,—এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আপনার প্রকৃত মূল্য অবধারণ কর,—এবং তোমার প্রতি সেই বিশ্বনিয়ন্তা স্বর্গীয় পরম পিতা অযাচিত ভাবে নিরন্তর যে অপার করুণাবারি বর্ষণ করিতেছেন, তজ্জন্য নতশিরে তাঁহার শ্রীচরণে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাও। এরূপ সুযোগ আর পা'বে না; ঈদৃশ শুভক্ষণ সচরাচর সহজে মেলে না। সাবধান, সাবধান, সাবধান; কৃতঘ্ন পশু! ঈশ্বর অন্যায় করিয়াছেন? পাষণ্ড! সেই অদ্বিতীয় ন্যায়পর সর্ব্বনিয়ন্তা রাজরাজেশ্বরের বিশ্বজনীন সৃষ্টিকার্য্যের উপরে সন্দিহান হইয়াছ? পাপিষ্ঠ! এই মুহূর্ত্তে হৃদয় নরক হইতে এঘোর পাপচিন্তা বিদূরিত কর।

রে অর্ব্বাচীন! তুমি কি বলিতে চাও যে ন্যায়-পরতা যাঁহার বিশ্বশাসনের মূলভিত্তি; সেই ন্যায়-দণ্ডধর নিরপেক্ষ ঈশ্বর অন্যায় করিয়াছেন? রে দুর্ব্বৃত্ত! তোমার কি দারুণ সাহস! তোমার নরকেও স্থান নাই।

মনে কর, যে ক্ষুদ্র মশক সৌরালোকে মুহূর্ত্ত-মাত্র ক্রীড়া করিয়া ধরাশায়ী হয় ও লীলা সংবরণ করে, সে যদি কোনও দুর্দ্দিনে জন্ম লাভ করিয়া এবম্বিধ অনুযোগ করে যে, ঈশ্বরের রাজ্যে কিছুই ভাল নাই; বিশ্বরাজ্য অ্যাক্ প্রকাণ্ড নিরবচ্ছিন্ন উদ্ধত তাণ্ডবক্ষেত্র,—একটী বিষম বিশৃঙ্খলার লীলাস্থলা; না আছে মৃদুমন্দ বায়ু, না আছে সুখস্পর্শ ঈষদুষ্ণ সৌরকিরণ, চতুর্দ্দিকে কেবল অবিশ্রান্ত বাত্যা, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত ও করকাপাত,—তুমি সেই ক্ষণ-ধ্বংসী ক্ষুদ্র মশকের অনন্ত-জ্ঞানময় ঈশ্বরের সৃষ্টি-কার্য্যের উপরে এতাদৃশ কটাক্ষপাতকে অসঙ্গত বোধ কর না কি? অনন্তকাল ও অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনায় একদেশদর্শী তুমিও তো অতি ক্ষুদ্র, কীটাণুকীট অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। তবে তুমি কি সাহসে সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্, অপার করুণার্ণব ঈশ্বরের মঙ্গলকার্য্যে কটাক্ষপাত করিতে উদ্যত হও? তুমি সেই অনন্ত প্রেম-সাগরের একটী যৎসামান্য বুদ্বুদমাত্র। বায়ুবশে সাগরবক্ষে তরঙ্গ উত্থিত হইলে নিরন্তর কত বুদ্‌বুদ জন্মিয়া মুহূর্ত্ত-

মধ্যে আবার তাহাতে বিলীন হয়; কে তাহা লক্ষ্য করে? তাহাকে সাগর গর্ভ হইতে স্থানান্তরিত করিতে চেষ্টা পাও, দেখিবে তাহার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই; সে কিছুই নয়,—সে অবাস্তব আকাশ কুসুম। তুমিও তো তাহাই। তা' হ'তে তোমার বৈশিষ্ট্য কিসে? তিনি তোমার হৃদয়পদ্মে অবস্থান পূর্ব্বক তোমাকে রক্ষা করিতেছেন,তাই তুমি জীবিত থাকিয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া নিরন্তর কতই আস্ফালন করিতেছ। সেই হৃদয়শায়ী সচ্চিদানন্দস্বরূপ পর-মাত্মা ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালের উপর এবং অনন্ত কোটি বিশ্বের অনন্তকোটি জীবের প্রকৃত কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রত্যেক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন; সুতরাং সেই অসীম মঙ্গলময়ের জটিল ও সুদুর্বোধ বিশ্বব্যাপারের ছিদ্রানুসন্ধান করিতে গিয়া নিজ অসীম ধৃষ্টতা,দাম্ভিকতা ও মূর্খতা প্রকাশ করিতে লজ্জিত হওনা? তুমি একটী অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র ন-গণ্য কীট, তোমার আবার অনধিকার চর্চ্চা করিবার জন্য উৎকট বাসনা ক্যান? তুমি কি সাহসে পঙ্গু হইয়া লম্ফ-দিয়া অপার জলধি লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস পাও?

শ্রীবৎস শ্রীবৎস! বলি অন্তরাত্মন্! তুমি তো যে সে পদার্থ নও। তুমি যে নিত্য সত্য অনাদিনিধন পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছ, সর্ব্বদা তাঁহাকেই লক্ষ্য কর; দেখিও সে ধ্রুবতারা য্যান প্রাণান্তে তোমার দৃষ্টি বহির্ভূত না হয়। যাহাতে সেই মহা চৈতন্যের সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়া জীবাত্মার প্রকৃত কল্যাণসাধন করিতে পার, তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হও,—সর্ব্ব প্রযত্নে সেই মহোদ্দেশ্য সম্পাদনেই জীবন উৎসর্গ কর। এ অনিত্য সংসারের ক্ষণিক সুখভোগের জন্য উৎকট লালসা ক্যান? এ জগতে সুখ কোথায়? যাহারা অজ্ঞান ও স্থূলদর্শী, কেবল তাহারাই ভ্রান্তি বশতঃ দুঃখনিবৃত্তিকেই সুখ বলিয়া অবধারণ করে। বরং সংসারে দুঃখ আছে বলিয়াই তাহার শান্তি বা উপরমে যা কিছু সুখানুভব করি। এ ক্ষণভঙ্গুর দেহ-ধারণে তাহাই বা কতক্ষণের জন্য? হাঁ তবে যদি ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হও, এ জীবনেই নিত্য ও প্রকৃত সুখের রসাস্বাদন করিতে পারিবে। দিব্য সুখ যে কি অনির্ব্বচনীয় বস্তু তাহার আভাস পাইবে। তবে উহা হৃদয়ঙ্গম করা

সকলের ভাগ্যে ঘটে না ; ক্যাননা তাহা বিলক্ষণ সুকৃত-সাপেক্ষ। ভগবানের সবিশেষ অনুগ্রহভাজন না হইলে অ্যাকজন প্রাতঃস্মরণীয় জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ হইয়া সে সুবিমল অমৃতহ্রদে অবগাহন করিতে পারা যায় না। ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতি ক্ষণজন্মা আত্মারামগণেরই তৎসম্ভোগে অধিকার। সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা অ্যাকবারেই দুরাপ।

শ্রীবৎস! তোমার সবিশেষ সৌভাগ্যোদয় হওয়াতেই সম্প্রতি যে সকল নিরীহ ও সরল প্রকৃতি কাষ্ঠিকগণের সহবাসে অবস্থিতি করিতেছ, তাহাদিগকে অতি সামান্য ও নিম্নপদবীস্থ লোক ভাবিয়া অবজ্ঞা কর বটে, কিন্তু তাহারা যাদৃশ হীন অবস্থায় মানসিক সন্তোষের সহিত কাল যাপন করে, তুমি তাদৃশ দশায় পড়িলে কিরূপ হতবুদ্ধি হও, খেদ কর, ও আপনাকে বিপদাপন্ন ভাব, সে বিষয় কি অ্যাকবার চিন্তা কর? তবে তুমি তাহাদের অপেক্ষা আপনাকে শ্রেষ্ঠবোধ কর কিসে? বরং তাহাদের সহিত তুলনা করিলে তোমাকে অতি অসার, অপদার্থ ও অ্যাকবারে পশুর ন্যায় আত্ম-

জ্ঞানশূন্য বলিয়া বোধ হয়। তাহাদের তো বিলক্ষণ অন্তঃসার আছে; তোমার সে অন্তঃসার কৈ? বিবেকী হও। অদ্যাবধি অপরকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবার পূর্ব্বে যদি আত্মানুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে তুমি তাহাদের অপেক্ষা কোন' অংশেই শ্রেষ্ঠ নহ। পরানুসন্ধানেই বা প্রয়োজন কি? মানবজীবন এরূপ সংক্ষিপ্ত যে, এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে নিজচরিত্র সংশোধনপূর্ব্বক জীবাত্মার প্রকৃত হিতসাধন করিবার জন্যও পর্য্যাপ্ত অবসর ঘটিয়া উঠে না। অতএব অদ্যাবধি যাহাতে নির্দ্দোষ কাষ্ঠিক সম্প্রদায়ের চরিত্রের অনুসরণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে পার তজ্জন্য সরল ও ব্যাকুল অন্তরে ভগবানের নিকটে মানসিক বল প্রার্থনা কর এবং সন্তোষামৃত পানে তৃপ্ত হইয়া প্রকৃত সুখসম্ভোগ পূর্ব্বক সৌভাগ্যশালী হও।

যবনিকা পতন।

ইতি ষষ্ঠ অঙ্ক।

সপ্তম অঙ্ক।

ঘটনাস্থল—মায়াসমুদ্রতট।

শনি। (তাপসীবেশে) হে ভদ্র। কে তুমি কি উদ্দেশেই বা একাকী এই বিজন প্রদেশে বিষণ্ণ বদনে পরিভ্রমণ করিতেছ? তোমার হৃদয়ে কি ইষ্ট-বিয়োগ-জনিত সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে? যদি তাহা রহস্য না হয়, তবে আত্মীয়বোধে অকপট চিত্তে মৎ সকাশে ব্যক্ত কর। আমি হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় সাধ্যানুসারে তোমার উপকার করিতে প্রস্তুত আছি।

শ্রীবৎস। আমার এইরূপ এইরূপ ঘটিয়াছে।

তাপসী। বৎস! তুমি বলিবার পূর্ব্বেই আমি তপোবলে তোমার মনোগত নিগূঢ়ভাব জানিতে পারিয়াছি। তপস্যাপ্রভাবে আমার অবিদিত কিছুই নাই। তা' কি করিবে বৎস! ধৈর্য্যসহকারে শোক সম্বরণ কর; ক্যাননা সহিষ্ণুতা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ

গুণ নাই।) আহা তোমার পত্নী চিন্তা অগ্রে অক্ষত-চরিত্রাই ছিল, কিন্তু অ্যাক দৈবজ্ঞ অত্রত্য রাজার নিকট এই সংবাদ দ্যায় যে, যে ব্যক্তি শ্রীবৎস-পত্নী চিন্তাকে করায়ত্ত করিতে পারিবে, সে সার্ব্বভৌম রাজা হইবে। রাজা এই কথা শুনিয়া লোভপরতন্ত্র হইয়া সাধুকে ডাকাইয়া যাহাতে চিন্তা তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হয় তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু চিন্তা কিছুতেই রাজার অভিলাষ পূরণ করিতে সম্মতা হইল না দেখিয়া পরিশেষে নৃপতি অগত্যা অ্যাক বিপ্রের সাহায্যে বশীকরণ মন্ত্রদ্বারা তাহাকে স্ববশে আনিয়াছেন। ঐ দ্যাখ মূর্ত্তিমতী নির্লজ্জতার ন্যায় নিজ ভুজবল্লিদ্বারা সুদৃঢ়ভাবে রাজার কণ্ঠদেশ ধারণপূর্ব্বক সমুদ্রতীরে পাদবিহার করিতে করিতে চিন্তা এই দিকেই আসিতেছে। তা’ এক্ষণে আমি চলিলাম। বৃথা খেদ করিওনা। আশীর্ব্বাদ করি বৎস! তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল হউক।

শ্রীবৎস। (শনির মায়াপ্রভাবে হতবুদ্ধি ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া) রে পাপিষ্ঠ রাজাধম! রে পাপীয়সি স্বৈরিণি! (এই কথা বলিয়া মায়াপ্রকল্পিত রাজাকে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া

মায়াময়ী চিন্তার গলদেশ ধারণপূর্ব্বক অ্যাকবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তীব্রবেগে মায়াসমুদ্রের উপর লম্ফ প্রদান করিলেন)।

(শ্রীবৎসকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক)

লক্ষ্মী। বৎস! একি? তুমি আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? আত্মঘাতী ব্যক্তি যে, সূর্য্য চন্দ্রের কিরণ বিবর্জ্জিত অন্ধতামিস্র নামক ঘোর নরকে নিপতিত হয় ইহা কি তুমি জাননা? তুমি তাত্ত্বিকবোধে যে সাগরে মগ্ন হইয়াছিলে উহা মরুভূমি মাত্র; সৌরির মায়ায় তোমার সমুদ্রভ্রম ঘটিয়াছিল। আমি না ধারণ করিলে তুমি নিশ্চিত প্রাণত্যাগ করিতে। তুমি চিন্তার জন্য অকারণ উদ্বিগ্ন হও ক্যান? চিন্তাকে আমি অতীব স্নেহ করি। সে আমার যত্নে নিরাপদে আছে। সে নিজ সতীত্ব রক্ষার জন্য ভগবান্ সূর্য্যের আরাধনা করিয়া তদীয় বর প্রসাদে অতি কুৎসিতাকৃতি হইয়াছে। সে এক্ষণে বর্ষীয়সী, শ্বিত্রিতসর্ব্বগাত্রী, দুর্গন্ধদুর্গম্যা এবং ভুজঙ্গপরিবৃতা। পতিদেবতা চিন্তা ক্ষুৎপিপাসা-রহিতা হইয়া নিশ্চিন্ত-মনে সর্ব্বদা হৃদয়স্থিত তোমারি ধ্যানে নিমগ্না আছে। বণিক্ তাহাকে

নিজ গর্ভধারিণীর ন্যায় মান্য করে। বৎস! আমি যে সভামণ্ডপে বলিয়াছিলাম তোমাদের সহায়তা করিব আমার সে কথা বিস্মৃত হইলে ক্যান?

শ্রীবৎস। ভগবতি কমলে! আমি হঠাৎ ক্যামন উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়াছিলাম, আমার কিছুমাত্র হিতাহিত বোধ না থাকাতে আমি ঈদৃশ অন্যায় আচরণ করিয়াছি। জননি! এ অজ্ঞান সন্তানের প্রতি কৃপা করিয়া অপরাধ মার্জ্জনা করুন। (এই বলিয়া লক্ষ্মীর চরণবন্দনা করিলেন)।

লক্ষ্মী। বুঝিয়াছি বৎস! শনির মায়াপ্রভাবেই তৎকালে তোমার তাদৃশী ভ্রান্তি ঘটিয়াছিল। সে যাহা হউক, শীঘ্রই তোমাদের বিপত্তি দূর হইবে। যে পর্য্যন্ত তাহা না হয়, তাবৎ তুমি নিরাপদে কামধেনু সুরভির চিদানন্দ নামক বনে বাস কর। কিন্তু সাবধান কদাচিৎ বনের সীমা অতিক্রম করিয়া অ্যাক পদও অন্যত্র গমন করিও না। তা' হ'লেই শনি আক্রমণ করিবে। তথায় সুরভিপ্রভাবে শনির প্রবেশাধিকার নাই; সুতরাং সেখানে তুমি নির্ব্বিঘ্নে মনের সুখে অবস্থিতি করিতে পারিবে। একটী

কপোত আসিয়া তোমাকে সেই তপোবনে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে। তুমি চিন্তার জন্য কিছুমাত্র ভাবিও না। সে ভাবনার ভার আমার। তুমি নিশ্চিন্ত মনে সেই তপোবনে কালযাপন করিও।

(লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইলেন, রাজা ও কপোত প্রদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক চিদানন্দ বনে যাইয়া কিছুকাল তথায় নিরাপদে রহিলেন। কিন্তু মানবী বুদ্ধি সচরাচর বিপৎকালে বিমোহিত হয়। একদা লক্ষ্মীর নিষেধবাক্য বিস্মৃত হইয়া বনভূমির সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক সমুদ্রতীরে যাইয়া সাগরগর্ভে নৌকা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে)

রাজা। ওহে নাবিক! এ নৌকা এক্ষণে কোথা যাইবে?

নাবিক। মহাশয়! সৌতিপুরে যাইবে।

রাজা। তা'হ'লে নৌকাখানি নিকটে আন। সবিশেষ প্রয়োজন বশতঃ তথায় আমি এখনই অ্যাকবার সত্বর যাইতে অভিলাষ করি।

(নাবিক আদেশমত নৌকা নিকটে আনিলে) বল দেখি,এ নৌকার মধ্যে কি কুরূপা অ্যাকজন স্থবিরা আছে?

নাবিক। আজ্ঞে হাঁ আছে।

রাজা। তা' হ'লে আমি এই নৌকারোহণে

সৌতিপুর যাইব। তবে তুমি কিঞ্চিৎক্ষণ অপেক্ষা কর যাবৎ না ফিরিয়া আসি। কারণ কামধেনু সুরভির দুগ্ধাভিষেক দ্বারা সুবর্ণভাবপ্রাপ্ত মৃৎপিণ্ডদ্বারা যে সমস্ত স্বর্ণেষ্টকা প্রস্তুত করিয়াছি, আমি সেইগুলি নৌকায় বোঝাই করিয়া লইতে ইচ্ছা করি। (অনন্তর নিজ কথানুরূপ কার্য্য করিয়া সৌতিপুর অভিমুখে যাত্রা করিলে নৌকাধিপতি স্বর্ণেষ্টকা আত্মসাৎ করণাশয়ে রাজাকে সাগরে নিক্ষেপ করিল। নিকৃতাকৃতি চিন্তা তদীয় উদ্ধার সাধনার্থ অলক্ষিতভাবে জলমধ্যে কাষ্ঠখণ্ড নিক্ষেপ করায় নৃপতি তদবলম্বন-পূর্ব্বক ভাসিতে ভাসিতে ভগবৎ কৃপায় সৌতিপুরে রম্ভাবতীনাম্নী অ্যাক মালিনীর পুষ্পোদ্যানে উত্তীর্ণ হইলেন।)

মালিনী। হে সৌম্য! কে তুমি? তোমার পুণ্য আগমনে আচম্বিতে আমার এই জীর্ণ উদ্যান আজি প্রচুর পুষ্প ফলে সুশোভিত হইল!

রাজা। (আপনার আনুপূর্ব্বিক পরিচয় না দিয়া সংক্ষেপে) আমি অ্যাকজন শনি-পীড়িত অতি হতভাগ্য পুরুষ, তাপসবেশে সমন্তাৎ বিচরণ করিতেছি।

মালিনী। তুমি আত্ম-গৃহ-নির্ব্বিশেষে স্বচ্ছন্দে এখানে মদীয় পুত্রের ন্যায় অবস্থিতি কর; কারণ সংসারে আমার আর কেহই নাই।

(কিয়ৎকাল তথায় বাস করিবার পর অ্যাক দিন)

মালিনী। বৎস! তোমার কর-চরণে নিখিল রাজ-চক্রবর্ত্তি-চিহ্ন-সন্দর্শনে আমার স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, তুমি অ্যাকজন মহাপুরুষ, সামান্য লোক নও। আমি বিনীত ভাবে তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি অকপটচিত্তে আপন পরিচয় দাও। চিরকাল আত্মগোপন করা কর্ত্তব্য নয়। দ্যাখ, বৎস! আমাদের সুবিচক্ষণ রাজা বাহু ভগবতী ভবানীর আরাধনা করিয়া বহুকালের পর ভদ্রানাম্নী পরমাসুন্দরী অ্যাক কন্যারত্ন লাভ করিয়াছেন। ঐ কন্যা অধুনা যৌবন পদবীতে অবতীর্ণা। জনকের অনুমতিক্রমে আগামী কল্য তিনি স্বয়ম্বরা হ'বেন। ভদ্রা বহুকাল গৌরীর আরাধনা করাতে ভগবতী সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এই বর দ্যান,—তুমি চিন্তার ন্যায় শ্রীবৎস রাজার পরম প্রেমাস্পদীভূতা বীর-প্রসবিনী ভার্য্যা হইবে। প্রথম দর্শনাবধি তোমাকে আমার শ্রীবৎস বলিয়া অনুমান হ'তেছে। বৎস! যদি সেইরূপই হয় তা' হ'লে রাজোচিত পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক আগামী কল্য স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত

হইয়া রাজকুমারীর প্রাণ রক্ষা করিও। আত্মাপহ্নব করিয়া অবলাবধজনিত মহাপাতকে লিপ্ত হইও না। ভদ্রার পাণিগ্রহণ করিলে তদীয় ধর্ম্মাচরণজনিত পুণ্য-প্রভাবে শনি-পীড়ন অ্যাককালেই নিবৃত্ত হইবে এবং চিন্তার বিয়োগজ দুঃখেরও কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস হইবে।

রাজা। (ঈষৎ হাসিয়া) বলি ভদ্রা কি ভবানীর কথায় বিশ্বাস করেন না? দেবতার মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত বাক্য কি কখনও ব্যর্থ হয়? শ্রীবৎস লোকান্তরগত হইলেও কার্য্যকালে নিজ দেহ ধারণপূর্ব্বক সভাস্থ হইবেন।

(রত্নাবতী ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ যাইয়া রাজোক্তবচনানুসারে ভদ্রাকে আশ্বস্ত করিল। পরদিন ভদ্রা তাপসবেশধারী শ্রীবৎসের কণ্ঠেই সম্বরণ মালা প্রদান করাতে অন্যান্য রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রী-বৎসের সহিত যুদ্ধ করিল বটে, কিন্তু পরাস্ত হইয়া সকলে বাহু রাজার সভায় গিয়া শ্রীবৎসের প্রশংসাবাদ করিলে পর, তিনি আত্মপরিচয় দিলেন। চিন্তা সূর্য্যদেবের ধ্যান করিয়া স্বাভাবিক সৌম্যমূর্ত্তি পাইলেন। দর্শকগণ বিস্মিত হইল। আচম্বিতে দৈব-বাণী হইল, মহারাজ বাহু! কল্য ভগবতী কমলা ও দেব শনৈশ্চর তোমার সভায় আসিবেন। (সকলের প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।

ইতি সপ্তম অঙ্ক।

অষ্টম অঙ্ক।

ঘটনাস্থল,—বাহু রাজসভা।

(বিচিত্র রত্নখচিত স্বর্ণময় পীঠদ্বয় সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক হস্তে বিবিধ পূজা দ্রব্য লইয়া পারিষদ্‌বর্গের সহিত দেবতাদ্বয়ের আগমন প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান ঊর্দ্ধদৃষ্টি বাহুরাজকে)

শনি। (বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া) রাজন্! সর্ব্বাগ্রে আমার পূজা থাক্, প্রথমতঃ ভগবতী কমলার পূজা করিয়া পশ্চাৎ আমার পূজা করিও।

(শনির বাক্য শেষ হইতে না হইতে নিজ তেজোমহিমা দ্বারা দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি প্রতিহত করিয়া কমল সৌরভে সংমোদিত সমগ্র রাজভবনের প্রাঙ্গণভূমির উপরিস্থিত নভঃপ্রদেশে বিমানারূঢ়া ভগবতী কমলা প্রথমতঃ পূজা গ্রহণ করিলেন। তৎপরে)

শনি। (বিধিবৎ পূজিত হইয়া প্রসন্ন মনে আজ্ঞা করিলেন) রাজন্! তুমি শীঘ্র পত্নীদ্বয়ানুগত জামাতাকে সভামণ্ডপে আনয়ন কর; আমরা উভয়ে এই সময়ে অ্যাকবার তিনজনকেই দেখিতে বাসনা করি।

(রাজাজ্ঞায় শনির নিদেশ অনুষ্ঠিত হইলে)

শনি। (হাসিয়া) অয়ি পতিব্রতাগ্রগণ্যে চিন্তে! অদ্য সহসা কর্ত্তব্য-বিমূঢ়ার ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাব ধারণ করিলে ক্যান? জগদ্বন্দ্যা বিশ্ব-জননী হরিপ্রিয়া সম্মুখে রহিয়াছেন; অগ্রে ভক্তিসহকারে উঁহার পূজা কর।

চিন্তা। হে দেব! মূঢ়মতি এ অবলা পূজা না করিলেও মা কমলার বিশ্বপূজ্যত্বের হানি হইবে না; ভগবন্! দয়ার্দ্র হইয়া অনুমতি করুন কি করিলে আপনকার সমুচিত সম্মাননা হইবে? মা কমলা যেরূপ সুরাসুর-বন্দিতচরণা, আপনিও ঠিক্ তদ্রূপ। আপনাদিগের উভয়ের একত্র সমাগম দর্শনে আমার হৃদয় বিষম ভয়ে কম্পিত হইতেছে।

(লক্ষ্মী এই কথায় ঈষৎ হাস্য করিলে পর, সুপ্রসন্ন হইয়া)

শনি। সভ্য মহোদয়গণ! আমার বা লক্ষ্মীর প্রাধান্য? এইরূপ প্রশ্নচ্ছলে আমি লক্ষ্মীর সহিত বিচারার্থী হইলে শ্রীবৎস বিবাদভঞ্জনার্থ যেরূপ পক্ষ-পাতশূন্য হইয়া বিচারকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধ্য এবং যৎপরোনাস্তি প্রশংসনীয়। বিচার সমীচীন হইলেও আমি নিরপরাধ রাজার

প্রতি হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া এতাবৎকাল বিবিধপ্রকারে নিদারুণ ক্লেশ দিয়াছি যে, সভ্যবৃন্দ! প্রণিধান-পূর্ব্বক তাহার নিগূঢ় কারণ শুনুন। বাহুপুত্রী এই ভদ্রাবতী শ্রীবৎসরাজের মহিষী হইবার উদ্দেশে বহু কাল ভক্তিপূর্ব্বক হরগৌরীর আরাধনা করায় ভগবতী ভবানী তাহাকে বাঞ্ছিত বর প্রদান পূর্ব্বক আমাকে আহ্বান করিয়া যাহাতে উক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইতে অনুরোধ করেন। তিনি ইহাও বলেন চিন্তা পতিপ্রাণা; সুতরাং সে জীবিত থাকিতে সাধুচরিত্র শ্রীবৎস কখনই দারান্তর গ্রহণ করিতে সম্মত হ'বেন না। চিন্তা ও ভদ্রা উভয়েই লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা এবং শ্রীবৎস নারায়ণের অংশসমুদ্ভূত। ভদ্রাই সমস্ত দুঃখ-পাতের কারণ এবং সেই আবার দুঃখ নিবারণেরও হেতু। বৎস শ্রীবৎস! জগতীতলে তোমার অটল ধৈর্য্য প্রখ্যাপনার্থ আমি বিশ্বপতির নিদেশানুসারে এইরূপ আপাত-বিসদৃশ কার্য্য করিয়াছি। তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। সম্প্রতি আমার প্রসাদে তোমার রাজধানী ইন্দ্রপুরীর শোভা ধারণ

করিয়াছে। পুরবাসিগণের সহিত অমাত্যবর্গ সোৎসুকচিত্তে ত্বদীয় শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তুমি পত্নীদ্বয়ের সহিত সত্বর নিজ রাজধানীতে গমন পূর্ব্বক সুদীর্ঘকাল অপ্রতিহতপ্রভাবে সসাগরা ধরিত্রীর একাধিপত্য গ্রহণ কর। তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল হউক ; ত্বদীয় রাজ্যে য্যান কোন'রূপ অসুখ বা অশান্তি না থাকে।

শ্রীবৎস। (শনিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন) ভগবন্! নানাবিধ কষ্টে পতিত হওয়াতে আমার মনে যে দেবগণের প্রতি নির্ভক্তিতা জন্মিয়াছিল, অদ্য তাহা তিরোহিত হইয়াছে। আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছি। বর দিন য্যান দেব দ্বিজের প্রতি চিরদিন আমার অচলা ভক্তি থাকে।

শনি। তথাস্তু। (চিন্তাকে উদ্দেশ করিয়া) বৎসে! কার্য্যানুরোধে তোমাকে যে ক্লেশ দিয়াছি তজ্জন্য ব্যথিত হইয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না। তুমি ভগিনীর সহিত ভর্ত্তার বহুমতা হইয়া সুচিরকাল পরমসুখে বাস কর। যে তোমার সুপবিত্র অঙ্গ বিশ্ববন্দ্য উমা ও মহেশ্বর ভুজঙ্গমত্ব প্রাপ্ত হইয়া

এতাবৎকাল রক্ষা করিয়াছেন, সে অলোকসামান্য তোমার ন্যায় রমণীরত্নের গৌরবের যথাযথ কীর্ত্তন করিতে পারি আমার এতাদৃশী শক্তি নাই।

(অনন্তর কন্থা ও মণিময় হার প্রত্যর্পণ করিয়া)

বৎস! অজ্ঞাতবাসকালে ঈদৃশ দ্রব্য বিপত্তির কারণ হ'বে ভাবিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি দুই ভগিনীতে মিলিয়া পরিধান কর। এই লও; আমিও প্রত্যর্পিতন্যাস ব্যক্তির মত বিশদান্তরাত্মা হইলাম।

(এই বলিয়া শনি নিজ প্রভাবোপনত রাজপরিচ্ছদদ্বারা শ্রীবৎসকে সুসজ্জিত করিলেন)

বাহু। (সদস্যগণানুমোদিত হইয়া সদারযুগ্ম শ্রীবৎসকে মঙ্গলবাদ্যধ্বনিপূর্ব্বক সিংহাসনোপরি উপবেশন করাইয়া বলিলেন) বৎস শ্রীবৎস! নারায়ণস্বরূপ জামাতার হস্তে লক্ষ্মীস্বরূপা কন্যা ভদ্রাকে সমর্পণ করিয়া অদ্য আমি ধন্য হইলাম। ক্যাননা কন্যা পরকীয় ধন; সুতরাং তাহাকে সৎপাত্রগতা দেখিলে মাতাপিতার আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না।

(তৎপরে ভদ্রার হস্ত চিন্তার হস্তে নির্ব্বেশিত করিয়া বলিলেন)

বৎসে! তুমি যখন মদীয় হৃদয়-স্বরূপ প্রাগ্-জ্যোতিষেশ্বরের কন্যা, তখন আমারও কন্যা।

আমি তোমার হস্তে ইহাকে নিক্ষেপস্বরূপ অর্পণ করিলাম ; তুমি ইহাকে কনিষ্ঠ ভগিনীবোধে স্নেহ করিবে। অয়ি মাতঃ ভদ্রে! তুমিও চিন্তাকে জ্যেষ্ঠা-ভগিনীনির্ব্বিশেষে সম্মান করিবে।

চিন্তা ও ভদ্রা। (গদগদশ্রুলোচনে প্রণাম করিয়া) পিতৃদেব! আমরা যাবজ্জীবন এ উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিব কদাপি ইহা বিস্মৃত হইব না।

(অনন্তর লক্ষ্মী ইঙ্গিত করাতে শ্রীবৎস শ্বশুরের সহিত গণাধিপ প্রভৃতি রাজগণের যথোচিত পুরস্কার করিলেন। তাঁহারাও অজ্ঞান কৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে সম্রাটের চরণ বন্দনা করিয়া নিজ নিজ রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন।)

(অনন্তর লক্ষ্মী ও শনৈশ্চরের সম্মুখে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া)

বাহু। ভগবতি কমলে! ভগবন্ শনৈশ্চর! অদ্য এ দীনের ভবন আপনাদিগের শুভপদার্পণে পবিত্র হইয়াছে। আমিও আজি ধন্য কৃতকৃত্য ও সফল-জন্মা হইয়াছি। অ্যাতকাল আমি রাজ্য শাসন করিতেছি বটে, কিন্তু এপর্য্যন্ত কদাপি অন্তর রাজধানীর প্রতি দৃষ্টিপাত করি নাই। কেবল অবোধ শিশুর মত বাহ্য চাকচিক্য-দর্শনে উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া বৃথা কালক্ষেপ করিয়াছি। কি

উপায়ে রাজস্ব বৃদ্ধি পাইবে, কিসে সমস্ত রাজগণ আয়ত্ত ও বশীভূত থাকিবে, কিরূপ পন্থা অবলম্বন করিলে রাজ্য হইতে অ্যাকবারে দস্যু তস্করাদির উপদ্রব তিরোহিত হইবে; সর্ব্বদা হৃদয়ে কেবল এই সমস্ত চিন্তা জাগরূক থাকিত। অন্তর রাজ্যে যে কামক্রোধাদি দুর্জ্জয় ষড়্ রিপু আছে, কি প্রকারে সে সকল দুরন্ত শত্রুর উচ্ছেদ সাধন হইবে, সে সম্বন্ধে অ্যাকবার ভুলেও মনোযোগ করিবার অবসর ঘটে নাই। আর কতকাল বা সংসারে থাকিব। সম্প্রতি আর এরূপভাবে অমূল্য জীবন বৃথা ব্যয় করা কর্ত্তব্য নয়। শাস্ত্রেরও বিধি আছে। পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে তৃতীয় অর্থাৎ বানপ্রস্থ বা আরণ্যকাশ্রম গ্রহণ করিবে। অতএব এক্ষণে আমার বনগমনের প্রকৃত সময় উপস্থিত।

পুণ্যশীল ব্যক্তিরা উপযুক্ত পুত্র অথবা জামাতার হস্তে রাজ্যশাসন ভার সমর্পণ করিয়া নিবৃ্ত্তাত্মা হইয়া তপোবন আশ্রয় করেন; আপনাদিগের প্রসাদে যখন শ্রীবৎসের মত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর জামাতৃরত্ন লাভ করিয়াছি, তখন হয় সদার বন গমন

করিব, না হয় জামাতার উপরে পত্নীর ভারার্পণপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া যাত্রা করিব। এ শুভ মুহূর্ত্ত কিছুতেই ত্যাগ করিতে চাহি না। আমার একান্ত বাসনা আপনাদের উভয়ের অনুমত্যনুসারে প্রাণাধিক শ্রীবৎসরাজের করে রাজ্যার্পণ করি। আগামী কল্য আমি তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইব। অতএব আপনারা সুপ্রসন্ন মনে সদস্যবর্গের সহিত আমাকে এ কার্য্যে অনুমোদন করুন এবং দেবদ্বিজে আমার অচলা ভক্তি থাকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন।

(সদারযুগ্ম শ্রীবৎসকে মঙ্গলবাদ্যধ্বনিপূর্ব্বক সিংহাসনোপরি উপবেশন করাইলে পর)

শনি ও লক্ষ্মী। (সহাস্যবদনে) ইহা উত্তম কল্প। বার্দ্ধক্যে ভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়া বনগমনপূর্ব্বক মুনিবৃত্তি অবলম্বন করাই বিধেয়। ইহাতে আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি শীঘ্র রাজদম্পতীর ইষ্টসিদ্ধি হউক।

(অনন্তর প্রসন্ন বদনে দেবতাদ্বয় স্বহস্তে ধারণপূর্ব্বক বিবিধ মঙ্গলাধ্বনি সহকারে সদারযুগ্ম শ্রীবৎসকে দ্বিতীয়বার রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইয়া প্রফুল্লমুখে বলিলেন)

অদ্য মেঘমুক্তা কৌমুদী শশীকে প্রাপ্ত হইল

এবং জহ্নুকন্যা সাগরে অবতীর্ণ হইল। বৎস শ্রীবৎস! অদ্য হইতে তুমি সুগৃহীতনামা হইলে; এবং চিন্তা ও ভদ্রা সুগৃহীতনাম্নী ঈদৃশী আখ্যা প্রাপ্ত হইল; অর্থাৎ প্রভাতে যে ব্যক্তি তোমাদিগকে স্মরণ করিবে, সমস্ত দিবস তাহার সুখে অতিবাহিত হইবে। আমরা উভয়েই তোমাদের প্রতি অতীব প্রসন্ন হইয়াছি। বল আমরা তোমাদের কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিব?

সপত্নীক রাজা। (বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মিলিতস্বরে) ভগবতি কমলে! ভগবন্ শনৈশ্চর! যখন জগদ্বন্দ্য আপনারা উভয়ে অকারণ অসীম দয়া করিয়া আমাদের উপরে স্থির-প্রসাদ আছেন, তখন ইহা অপেক্ষা কি আর অধিক কিছু প্রিয় আছে? তথাপি যখন স্বেচ্ছাক্রমে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন উভয়ে প্রসাদ-চিহ্নস্বরূপ এই বর দিন।

রাজা অনুক্ষণ প্রকৃতিবর্গের হিতসাধনে নিরত থাকুন। দেবরাজ যথাসময়ে প্রয়োজনানুরূপ বারি বর্ষণ করুন। ভূতধাত্রী পৃথিবী প্রচুর শস্যশালিনী হউন। যে সকল চিরসভ্য মনস্বী প্রাচ্য আর্য্যগণ

একদা জ্ঞানগরিমা ও ধর্ম্মপ্রাণতায় জগতের শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদিগেরই শ্রীচরণপ্রসাদে আমরা স্বয়ং অকৃতী হইয়াও অদ্যাপি আর্য্য বংশোদ্ভব বলিয়া শ্লাঘা করি, সেই পুণ্যঋষিগণের বংশধরগণ যাহাতে জ্ঞানার্জ্জনে ও ধর্ম্মসঞ্চয়ে পশ্চাৎপদ না হইয়া ভুবন-প্রথিত মহোচ্চ আর্য্যবংশের গৌরব রক্ষা করেন। আর আমাদের যাহাতে এ মায়াময় অনিত্যসংসারে পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

শনি ও লক্ষ্মী। তথাস্তু।

সদার-যুগ্ম নৃপতি। (একবাক্যে) অনুগৃহীত হইলাম।

(সকলের প্রস্থান।)

যবনিকাপতন।

ইতি অষ্টম অঙ্ক।

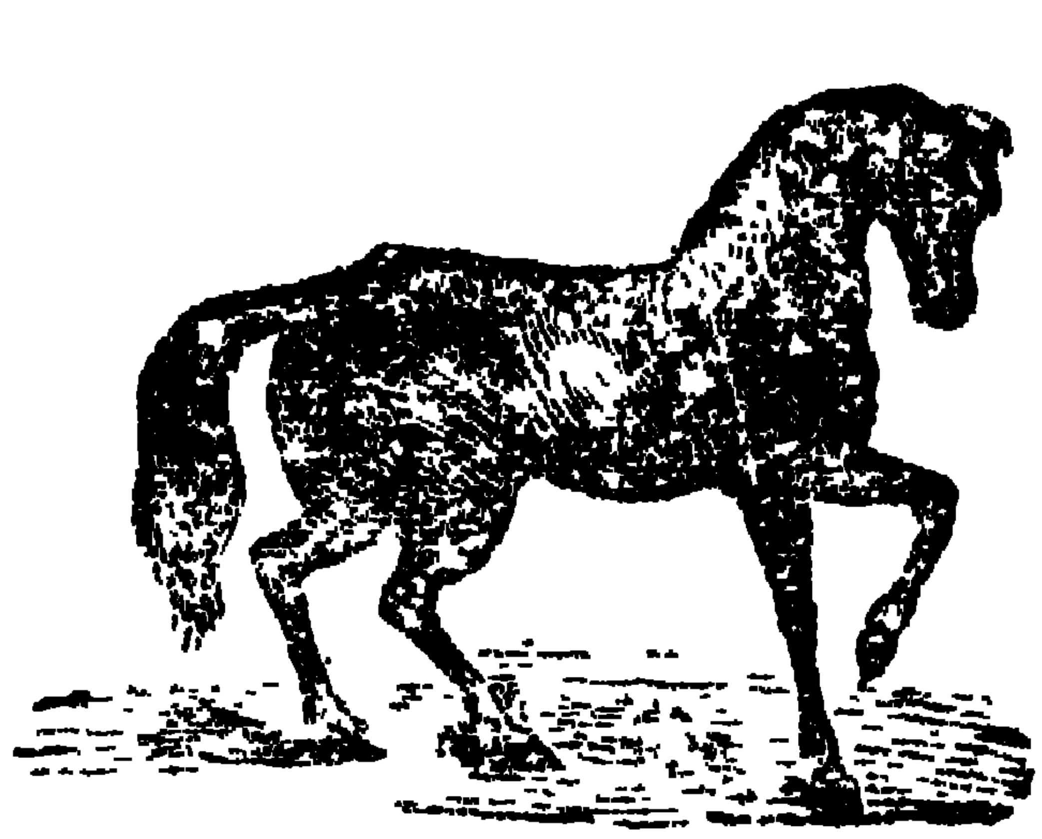

উপসংহার।

(নেপথ্যে)

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

বিশ্বনাট্য-সন্দর্শনে, ভাবুক রতন যে জ্ঞান-ধনে,
পূর্ণ করেন হৃদয়-ভাণ্ডার, না লভে তা' সর্ব্বজনে।
স্থাথ, নভোভালে বসি' তারা ঘারা পূর্ণ শশী,
সারানিশি তিমির নাশি', অ্যাক্‌দিকে যায় অস্তমনে।
ত্যজি' উদয়-গিরি-সানু, অন্য দিকে সজ্জ ভানু,
পর্য্যায়োপনত প্রাজ্য ব্যোমরাজ্য আক্রমণে।
উভয় জ্যোতির অ্যাক সময়ে দৈন্য তথা অভ্যুদয়ে,
ধাতা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে নিত্য শিক্ষা দ্যান ভুবনে।
দশাভেদে মহাত্মারা, না হ'ন কভু আত্মহারা,
উদয়াস্তে লোহিতবরণ তপন নিদর্শন গগনে।
এ বিশাল বিশ্ব-নাটক, নহে ছেলের হাতের মোদক ;
নটবর শ্রীহরির কাব্য, অভিন্ন শ্রীহরির সনে।
কৃপার্ণব সেই বিশ্বপতি, জীবনে মরণে গতি ;
মন প্রাণ আত্মাকে সঁপ তাঁ'রি অভয় শ্রীচরণে।
সংসারে পুনরাবৃত্তি অ্যাকবারে পা'বে নিবৃত্তি ;
লভিবে পরা নির্বৃতি, হেরে' নিত্য নিরঞ্জনে॥

শুভমস্তু, শ্রীরস্তু, ব্রহ্মার্পণমস্তু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গ্রন্থ সমাপ্ত।